কুরআন-হাদিসের আলোকে

মাযার ও পীর-আওলিয়া

[পক্ষের ও বিপক্ষের দালিলিক পর্যালোচনাসহ]

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

কুরআন-হাদিসের আলোকে

মাযার ও পীর আওলিয়া

[পক্ষের ও বিপক্ষের দালিলিক পর্যালোচনাসহ]

- গবেষক -

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

মোবাইল ঃ ০১৬৮০-৩৪১১১০

গবেষকের বইসমূহ ফ্রি ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন-
www.downloadquransoftware.com

- প্রকাশনায় -

ইলমুল ওয়াহী পাবলিকেশন্স এন্ড মাল্টিমিডিয়া

মগারদিয়া (এ.বি মার্কেট), সাঁতারকুল, বাড্ডা, ঢাকা।

- প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ -

আব্দুল্লাহ্ আরিফ

- প্রকাশকাল -

অক্টোবর ২০১৬

মহররম ১৪৩৮

মূল্য ঃ ১২০/- টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭

আল্লাহ্'র কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

যারা সত্যি সত্যিই মন থেকে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চায় তাদের জন্য করণীয় ০৮

আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর বিপরীতে চললে নেক আ'মালসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে ০৮

আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর নির্দেশ যারা অমান্য করে তারা স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ০৮

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা পাওয়ার পরও তা না 'শোনা' 'জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক না খাটানো' জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ০৯

দ্বীনি বিষয়ে কুরআন হাদিস বাদ দিয়ে বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদের যারা অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন ০৯

মাযারপন্থি-পীরপন্থি কথিত আলিমদের সাথে অন্যান্য আলিমদের মতপার্থক্য হলে করণীয় ১০

আমাদের উদ্দেশ্য সঠিক হলেই চলবে না, বরং ইবাদাতের পন্থাও কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিস ভিত্তিক হতে হবে ১১

অধিকাংশ মানুষের কর্মকাণ্ড সত্যের মাপকাঠি নয় ১১

মাযার

মাযার বানানো প্রসঙ্গে

কবরের উপর কিছু নির্মাণ করে মাযার বানানো হারাম ১৩

কবর পাকা করা হারাম ১৩

কবরকে রং করা হারাম ১৪

কবরকে এক বিঘতের বেশি উঁচু করা হারাম ১৪

কবরের উপরে ছবি আঁকা হারাম ১৪

কবরের উপরে মাস্‌জিদ বানানো হারাম ১৫

মাযার বানানো সম্পর্কে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ১৬

মাযারের কিছু কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে

মাযার বা কবরে যারা বাতি, মোমবাতি জ্বালায় বা আলোকসজ্জা করে তারা অভিশপ্ত ২০

মাযারের কবরে আগরবাতি বা মোমবাতি জ্বালানো, গোলাপ জল ছিটানো, কবরকে সাজানো মূর্তিপূজারই নামান্তর ২০

মাযারের কবরকে যারা পূজা করে তারা মূর্তিপূজারি বলে বিবেচিত ২০

মাযারকে কেন্দ্র করে পশু কুরবানী করা হারাম ২১

মাযারকে কেন্দ্র করে ওরশ বা অনুষ্ঠান আয়োজন করা নিষেধ ২১

মানত করা নিষেধ তাই মাযারে মানত করে কোন লাভ নেই ২১

দফ ব্যতীত বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারাম ২২

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য যেমন হওয়া উচিৎ ২২

পীর বা ওয়ালী আওলিয়া

আল্লাহর ওয়ালীর পরিচয়

আল্লাহ্’র ওয়ালী কারা? ২৪

ইচ্ছাকৃতভাবে যারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না তারা আল্লাহ্’র ওয়ালী হতে পারে না ২৪

ইচ্ছাকৃতভাবে যারা ময়লা, ছেঁড়া বা তালি দেয়া কাপড় পরিধান করে থাকে এবং চুলে-দাঁড়িতে জটপাকায় তারা আল্লাহ্’র ওয়ালী হতে পারে না ২৪

যারা দাঁড়ি রাখে না, তারা আল্লাহ্’র ওয়ালী হতে পারে না ২৫

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নেংটা থাকে তারা আল্লাহ্‌দ্রোহী এবং তারা কিছুতেই আল্লাহ্’র ওয়ালী হতে পারে না ২৫

যারা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে তারা আল্লাহ্’র ওয়ালী হতে পারে না ঃ ২৫

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া ধরা সম্পর্কে

আল্লাহ্’কে বাদ দিয়ে পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া ধরা হারাম ২৬

আল্লাহ্’র ‘রহ্‌মাত থেকে নিরাশ হয়ে’ পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার কাছে যাওয়া অথবা মাযারে যাওয়া হারাম ২৬

বেগানা নারী বা পুরুষের শরীর স্পর্শ করা যিনা ২৭

বেগানা পুরুষ ও নারী নির্জনে অবস্থান করতে পারবে না ২৭

কোন নারী মাহরাম (যাদের সাথে পর্দা করতে হয় না) ছাড়া কোন বেগানা পুরুষের সাথে সাক্ষাত করতে পারবে না ২৭

কোন পুরুষ বা নারী যখন বেগানা অন্য কোন নারী বা পুরুষের সাথে থাকে তখন তাদের সাথে শয়তান থাকে ২৮

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার ক্ষমতা

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা কাউকে সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না ২৮

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা হালালকে হারাম করতে পারে না এবং হারামকে হালাল করতে পারে না ২৮

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান রাখে না ২৯

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না ২৯

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা পরকালে কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না ২৯

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা কাউকে হেদায়েত দেয়ার ক্ষমতা রাখে না ৩০

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা তাদের মুরিদদের জন্য “নিজ থেকে” আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না ৩১

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা ইহকালে আল্লাহকে দেখতে পারে না ৩১

যারা ক্ববরে আছে তারা আমাদের কোনো কথা শুনতে পারে না ৩১

ওয়ালী-আওলিয়ারা যে সকল বিষয়ে বাধ্য

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াসহ সকল মানুষ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্ ﷺ এর আনীত শারী'আহ্ মানতে বাধ্য ৩২

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা আল্লাহর ইবাদাত করতে বাধ্য ৩২

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য ৩৩

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের কাছে দু'আ করা প্রসঙ্গে

কোনো পীর বা ক্ববরওয়ালার কাছে দু'আ করা হারাম ৩৪

আল্লাহ্'কে বাদ দিয়ে যে অন্যকে ডাকে সে পথভ্রষ্ট ৩৪

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা শির্ক এবং যে করে তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত ৩৫

কোনো ওয়ালীর কাছে দু'আ না করে সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দু'আ করলেই আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করবেন ৩৬

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াকে সম্মানার্থে সাজদাহ্ করা বা পায়ে চুমু দেয়া হারাম ৩৬

তথাকথিত যেসকল মুসলিমরা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে মারা যাবে তাদের জন্য রসূলুল্লহ ﷺ শাফা'আত (সুপারিশ) করবেন না ৩৭

কাউকে 'রসূলের বান্দা' বা 'আব্দুর রসূল' বলা যাবে না ৩৭

উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা হারাম ৩৮

সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া ধরা সম্পর্কিত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৩৮

বেগানা নারী বা পুরুষের শরীর স্পর্শ করা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৩৯

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৩৯

ক্বরওয়ালাদের নিকট সাহায্যের জন্য যাওয়ার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৪১

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে না সম্পর্কে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৪৫

কতিপয় পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মুহাম্মাদ ﷺ এঁর শারী'আহ্ মানতে বাধ্য নয় সম্পর্কিত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৪৬

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাজদাহ্ সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৪৭

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াগণ নিজ ক্ষমতাবলে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবে মর্মে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৪৭

কদমবুচি (পায়ে চুমু) দেয়া সম্পর্কে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৪৮

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মৃত্যুবরণ করে না মর্মে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৫১

ক্বরবাসীরা শুনতে পারে মর্মে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৫৩

কাউকে রসূলের বান্দা বলা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৫৮

ঘুমের মধ্যে আল্লাহর সাথে কথা বলা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৬০

ওয়াসিলাহ্ সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ৬০

মাযার ও পীরদের বিষয়ে ক্ষমতাবান মুসলিমদের করণীয়

সর্বোত্তম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে ৭২

ক্ষমতা থাকলে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা মু'মিনের দায়িত্ব ৭৩

মুসলিমদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি যেমন হওয়া উচিৎ ৭৩

সত্য অস্বীকারকারীদের ভয়াবহ পরিণতি ৭৮

গবেষকের প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ ৭৯

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশংসা মহান আল্লাহ্'র জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই প্রতি আমরা ঈমান তথা বিশ্বাস রাখি এবং ভরসা করি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ, খারাপ ও গর্হিত কর্ম হতে আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন ও সৎ পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দা এবং রসূল।

অতঃপর স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি। পবিত্র কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য সানাদে বর্ণিত সুন্নাহ্ অনুসরণই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। তাই, আমাদেরকে কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য হাদিস স্বহাবিগনের অনুসৃত নিয়মে পালন করতে হবে এবং এর বহির্ভূত সকল বিষয় বর্জন করতে হবে। এই কথাটি অনুধাবন করে কুরআন এবং হাদিসের প্রমাণ সহকারে বইটি লেখার চেষ্টা করেছি।

মাজার ও পীর-আওলিয়ার নামে বহু মানুষ আল্লাহ্'র পরিবর্তে মাখলুকের ইবাদাত করছে। এ বিষয়টি মুসলিম সমাজে একটি মহামারী আকার ধারণ করেছে। এই মহামারীটি জায়েয বানানোর জন্য এসব রোগের রোগীরা নিজেদের এই মনগড়া কাজের পক্ষে কিছু দালিল দিয়ে থাকে। আমি এ দালিলগুলো শারী'আহ্'র উসূল অনুযায়ী জবাব দেবার চেষ্টা করেছি এবং সঠিক আ'মাল কি হবে তাও উল্লেখ করেছি।

অতঃপর সালাম বর্ষিত হোক সে সকল ভাইদের প্রতি যাঁরা এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের এই খিদমাতটুকু ক্বুবুল করুন। -আমীন-

আল্লাহ্'র কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

যারা সত্যি সত্যিই মন থেকে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চায় তাদের জন্য করণীয় ঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"(হে নাবী, আপনি বলুন) যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" -সূরাহ্ আলে ইমরান (৩), ৩১

সুতরাং আল্লাহ ভালোবাসা পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ এর অনুসরণ করতে হবে। আর রসূলুল্লহ্ ﷺ এর অনুসরণ করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই কুরআন ও হাদিস পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। তবেই আমরা আল্লাহর ক্ষমা, ভালোবাসা ও রহমাত পাব।

আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর বিপরীতে চললে নেক আ'মালসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য না করে) নিজেদের আ'মালসমূহ বিনষ্ট করো না।" -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ৩৩

আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর নির্দেশ যারা অমান্য করে তারা স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।"
-সূরাহ্ আহযাব (৩৩), ৩৬

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা পাওয়ার পরও তা না 'শোনা' 'জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক না খাটানো' জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْر لا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ج إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِىْ ضَلَالٍ كَبِيْرٍ. وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

"ক্রোধে জাহান্নাম যেনো ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা (জাহান্নামীরা) বলবে; হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম; আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা আরও বলবে; যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।" -সূরাহ্ মূলক (৬৭), ৮-১০

দ্বীনি বিষয়ে কুরআন হাদিস বাদ দিয়ে বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদের যারা অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন ঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَا اَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ

بِمَا لَايَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ.

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে? এসব কাফিরদের তুলনা সে ব্যক্তির মতো যে এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনে না, তারা বধির, মূক ও অন্ধ; কাজেই তারা বুঝবে না।" -সূরাহ বাক্বরহ (২), ১৭০-১৭১

বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের কারণে যুগে যুগে কত শত জাতি ধ্বংস হয়েছে। কারণ মানুষেরা ওহীর অনুসরণ বাদ দিয়ে বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করত। আমরাও যদি আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চাই এবং পূর্বের জাতিগুলোর মতো ধ্বংস হতে না চাই, তবে আমাদেরও অবশ্যই বাপ-দাদাদের অনুসরণ বাদ দিয়ে সঠিকভাবে কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিস তথা ওয়াহীর অনুসরণ করা।

মাযারপন্থি-পীরপন্থি কথিত আলিমদের সাথে অন্যান্য আলিমদের মতপার্থক্য হলে করণীয় ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط

"...যদি তোমাদের মাঝে **কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ হয়,** তবে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ৫৯

উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী মাযারপন্থি-পীরপন্থি কথিত আলিমদের সাথে অন্যান্য আলিমদের মতপার্থক্য হলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ দিকে তথা কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যাদের বক্তব্য কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের সাথে মিলবে, তাদেরটাই মেনে নিতে হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য সঠিক হলেই চলবে না, বরং ইবাদাতের পন্থাও কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিস ভিত্তিক হতে হবে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

...مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى...

"...(মূর্তিপূজারিরা বলে) আমরা এগুলোর (মূর্তির) ইবাদাত এজন্যই করি যে, এগুলো আমাদের আল্লাহর নৈকট্যে পৌছে দিবে.." -সূরাহ যুমার (৩৯), ৩

এ আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, মূর্তিপূজারিদের নিয়ত ঠিক ছিল, কিন্তু ইবাদাতের পন্থা ঠিক ছিল না। তারা আল্লাহ'র নৈকট্য পাওয়ার জন্য মূর্তিকে মাধ্যম ধরতো। একইভাবে এখনও কতিপয় মানুষ আল্লাহ'র ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পীর বা মাযারবাসী মৃত ব্যক্তিকে মাধ্যম ধরে। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে ইবাদাতের পন্থাও ঠিক হতে হবে।

অধিকাংশ মানুষের কর্মকাণ্ড সত্যের মাপকাঠি নয় ঃ

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বিশ্বাস আছে যে, অধিকাংশ মানুষ যুগ যুগ ধরে যে কাজটি করে আসছে সেটাই ঠিক। আসলে তা নয়। এই অধিকাংশ মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

...وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"...অধিকাংশ লোকই (সঠিক দ্বীন) জানে না।" -সূরাহ্ ইউসুফ (১২), ৪০

...وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

"...অধিকাংশ মানুষের বিবেক নাই।" -সূরাহ্ মায়িদাহ (৫), ১০৩

...وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"...অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না।" -সূরাহ মুমিন (৪০), ৫৯

সুতরাং অধিকাংশ মানুষ যেই সিদ্ধান্ত নিবে, সেটা ঠিক হবে এমনটা নয়। তাই অধিকাংশ কী করল, সেটা না দেখে আমাদের দেখা প্রয়োজন কার কথার স্বপক্ষে কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিস রয়েছে। যাদের কথার স্বপক্ষে কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিস থাকবে, তাদের কথাই মেনে নেওয়া হবে যৌক্তিক ও বুদ্ধিমানের কাজ।

মাযার

মাযার বানানো প্রসঙ্গে

ক্বরের উপর কিছু নির্মাণ করে মাযার বানানো হারাম ঃ

আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ.

"নাবী ﷺ ক্বরের উপরে কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।" -ইবনু মাজাহ্, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৬, কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ক্বরের উপর কিছু নির্মাণ করা, তা পাকা করা এবং তাতে কিছু লেখা নিষেধ, হাদিস # ১৫৬৪।

আবু বুরদাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মূসা আশ'আরী ﷺ মৃত্যুকালে ওসীয়ত করেছেন,

لَا تَجْعَلُوْا عَلَى قَبْرِى بَنَاءً...

"...আমার ক্বরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করবে না...।" -মুসনাদে আহমাদ, হাসান, হাদিস # ১৯৪৩৯।

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, স্বহাবী আবু মূসা আশ'আরী ﷺ ক্বরের উপর কিছু নির্মাণ জায়েয মনে করতেন না।

এ হাদিস দুটি থেকে বুঝা যায়, যারা ক্বরের উপর গৃহ নির্মাণ করে মাযার বানায় তারা রসূলুল্লহ্ ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করে হারাম কাজ করেছে।

ক্বর পাকা করা হারাম ঃ

জাবির ﷺ হতে বর্ণিত,

نَهَى رَسُلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرَ...

"রসূলুল্লহ্ ﷺ ক্বর পাকা (বা টাইলস্) করতে নিষেধ করেছেন..." -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১১, কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ৩২, ক্বর চুনকাম করা এবং এর উপর গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে, হাদিস # ৯৪/৯৭০, নাসাঈ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২১, জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭, ক্বর পাকা করা, হাদিস # ২০২৮ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, যারা ক্বরকে পাকা বা টাইলস্ করে মাযার বানিয়েছে তারা রসূলুল্লহ ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করে হারাম কাজ করেছে।

ক্বরকে রং করা হারাম ঃ

জাবির ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرَ...

"রসূলুল্লহ্ ﷺ ক্ববরে চুনকাম (রং) করতে নিষেধ করেছেন।"-মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১১, কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ৩২, ক্ববর চুনকাম করা এবং এর উপর গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে, হাদিস # ৯৪/৯৭০

এ হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, যারা মাযারের ক্ববরকে চুনকাম বা রং করেছে, তারা রসূলুল্লহ্ ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করে হারাম কাজ করেছে।

ক্ববরকে এক বিঘতের বেশি উঁচু করা হারাম ঃ

قَالَ عَلِى أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ...

"আলী ﵁ বলেন, আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাবো না, যেই কাজে আমাকে রসূলুল্লহ্ ﷺ পাঠিয়েছিলেন ? তুমি (এক বিঘতের) উঁচু ক্ববরকে সমান করে দিবে..."-মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১১, কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ৩১, ক্ববর সমান করার নির্দেশ, হাদিস # ৯৩/৯৬৯, নাসাঈ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২১, জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ক্ববর উঁচু হলে তা সমতল করে দেয়া, হাদিস # ২০৩১, আবু দাউদ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৫. জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ ৭২. ক্ববর সমান করা, হাদিস # ৩২১৮ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)।

এ হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, যারা মাযারের ক্ববরকে এক বিঘতের চেয়ে বেশি উঁচু করেছে, তারা হারাম কাজ করেছে।

ক্ববরের উপরে ছবি আঁকা হারাম ঃ

আইশাহ্ ﵂ হতে বর্ণিত,

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا, ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَةَ, أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ.

"...রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, সেসব দেশের লোকেরা (হাবশার খৃষ্টানরা) তাদের কোনো নেককার ব্যক্তি মারা গেলে তার ক্ববরের উপরে মাস্‌জিদ নির্মাণ করতো এবং ঐসব চিত্রকর্ম অঙ্কন করতো। তারা হলো আল্লাহ্'র নিকৃষ্ট সৃষ্টি।" -বুখারী, অধ্যায় ঃ ২৩, কিতাবুল জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ ৭০, ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা, হাদিস # ১৩৪১।

এ হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, যারা ক্ববরের উপর ভাস্কর্য নির্মাণ বা প্রতিকৃতি অংকন করেছে, তারা রসূলুল্লহ্ ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করে হারাম কাজ করেছে।

ক্বরের উপরে মাস্‌জিদ বানানো হারাম ঃ

জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর মৃত্যুর ৫ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি,

أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَاتَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّىْ أَنْهَكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

"... নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা তাদের নাবী এবং সৎলোকদের ক্বরকে মাসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান তোমরা ক্বরগুলোকে মাসজিদ বানাবে না। আমি এরূপ করতে তোমাদের নিষেধ করছি।" -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৫, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থানসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, ক্বরের উপর মাসজিদ নির্মাণ, মাসজিদে ছবি বানানো এবং ক্বরকে সাজদাহ্'র স্থান নির্ধারণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা, হাদিস # ২৩/৫৩২

আব্দুল্লহ্ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُرَ مَسَاجِدَ.

"আমি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছি জীবিত অবস্থায় যাদের উপর ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে, তারা হলো মানুষের মাঝে সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক এবং যারা ক্বরকে মাস্‌জিদ বানাবে তারাও সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক।" -মুসনাদে আহমাদ, স্বহীহ্, হাদিস # ৩৮৪৪, ৪১৪৩

আবু হুরইরহ্ ﷺ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخِذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائَهُمْ مَسَاجِدَ

"...ঐ জাতির উপর আল্লাহ্'র অভিশাপ বর্ষণ হোক যারা নাবীদের ক্বরকে মাসজিদে রূপান্তর করে।" -মুসনাদে আহমাদ, স্বহীহ, হাদিস # ৭৩৫২।

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যারা ক্বরের উপর মাস্‌জিদ নির্মাণ করে মাযার বানিয়েছে তারা রসূলুল্লহ ﷺ এর নির্দেশ অমান্য করে হারাম কাজ করেছে, তারা মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক ও তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।

মাযার বানানো সম্পর্কে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ আস্বহাবে কাহ্ফের লোকদের ক্ববরের উপর তৎকালীন লোকেরা মাস্জিদ নির্মাণ করেছিল। যা থেকে বুঝা যায় ক্ববরের উপর মাস্জিদ নির্মাণ করা বৈধ? বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন,

إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ط رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.

"...যখন তারা নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করছিল, (কতক) বলল তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর, তাদের রব তাদের সম্পর্কে জানেন। তাদের কর্তব্য সম্পর্কে যাদের মতামত প্রাধান্য লাভ করল তারা বলল, আমরা তাদের উপর অবশ্যই মাসজিদ নির্মাণ করব।" -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ২১

উপরের কুরআনের আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুন্যবান ব্যক্তি তথা পীর বুজুর্গ, ওয়ালী-আওলিয়াদের স্মৃতি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ক্ববরের উপর মাস্জিদ বা মাযার-রওযা নির্মাণ করা জায়েজ।

উত্তর ঃ আপনার ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ, আয়াতটিতে ক্ববরের উপরে মাসজিদ নির্মাণ করা যাবে বলা হয়নি। বরং, তখনকার লোকেরা কি করেছিল সেই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে মাত্র। তাহলে আপনি কিভাবে বুঝলেন ক্ববরের উপরে মাসজিদ নির্মাণ করা হালাল ? বরং নাবী ﷺ ক্ববরের উপর মাস্জিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, আবু হুরইরহ্ ﷺ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخِذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائَهُمْ مَسَاجِدَ

"...ঐ জাতির উপর আল্লাহ্'র অভিশাপ বর্ষণ হোক যারা নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদে রূপান্তর করে।" -মুসনাদে আহমাদ, স্বহীহ, হাদিস # ৭৩৫২।

আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ.

"নাবী ﷺ ক্ববরের উপরে কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।" -ইবনু মাজাহ্, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৬, কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ক্ববরের উপর কিছু নির্মাণ করা, তা পাকা করা এবং তাতে কিছু লেখা নিষেধ, হাদিস # ১৫৬৪।

এ হাদিসগুলো থেকে বুঝা যায়, ক্ববরের উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা নিষেধ।

সুতরাং, পুণ্যবান ব্যক্তি তথা পীর বুজুর্গ, ওয়ালী-আওলিয়াদের স্মৃতি সংরক্ষণ করার ওয়াসিলাহ্ দিয়ে ক্বরের উপর মাস্‌জিদ, মাযার ইত্যাদি নির্মাণ করা হারাম এবং গর্হিত কাজ। আশাকরি বুঝতে পেয়েছেন।

প্রশ্ন (২) ঃ আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে; তিনি নাবী ﷺ এর ক্বরের কাছে এসে বলেন,

جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ اَتِ الْحَجَرَ...

"আমি নাবী ﷺ এর কাছে এসেছি, পাথরের কাছে নয়" **-মুসনাদে আহমদ,** হাদিস # ২৩৪৭৬, **মুস্তাদরক আল-হাকিম,** হাদিস # ৮৫৭১।

এই রিওয়ায়াতটি প্রমাণ করে যে নাবী ﷺ এর রওযা (ক্বর) পাকা ছিল, নতুবা স্বহাবী আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ মারওয়ানের কথা খণ্ডন করার সময় 'পাথর' শব্দটি ব্যবহার করতেন না। সুতরাং ক্বর পাকা করা বৈধ।

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ সানাদে দাউদ বিন আবি সালেহ মাজহুল (অজ্ঞাত) রাবী। অতএব, হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৩) ঃ সুফইয়ান তাম্মার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ مُسَنَّمًا

"তিনি নাবী ﷺ এর ক্বর উটের কুঁজের ন্যায় (উঁচু) দেখেছেন।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৩ কিতাবুল জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬, নাবী সা:, আবু বাকার ও ওমার রা. এর ক্বর সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, হাদিস # ১৩৯০

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, ক্বর উঁচু করা যায়। তাই মাযারে যে সমস্ত উচুঁ ক্বর আছে তা শারী'আহ্'র দৃষ্টিতে বৈধ।

উত্তর ঃ ক্বর উঁচু করার সীমা হচ্ছে এক বিঘত পর্যন্ত, এর বেশি নয়। এ সম্পর্কিত হাদিসটি লক্ষ্য করুন। জাবির ইবনে আবদুল্লহ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

...وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْاَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ

রসূলুল্লহ্ ﷺ এর ...কবর মাটি থেকে এক বিঘত উঁচু ছিল। **-ইবনে হিব্বান,** স্বহিহ্, হাদিস # ৬৭৯১।

কবর এক বিঘতের চেয়ে বেশি উঁচু হলে ভেঙ্গে সমান করতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

قَالَ عَلِى أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ...

"আলী ﷺ বলেন, আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাবো না, যেই কাজে আমাকে রসূলুল্লহ্ ﷺ পাঠিয়েছিলেন ? তুমি (এক বিঘতের) উঁচু কবরকে সমান করে দিবে..." -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১১, কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ৩১, কবর সমান করার নির্দেশ, হাদিস # ৯৩/৯৬৯, নাসাঈ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২১, জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ কবর উঁচু হলো তা সমতল করে দেয়া, হাদিস # ২০৩১, আবু দাউদ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৫. জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ ৭২. কবর সমান করা, হাদিস # ৩২১৮ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)।

প্রশ্ন (৪) ঃ আলী ﷺ কে কবর সমান করার জন্য যে নির্দেশটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি ছিলো কাফিরদের কবর, মুসলিমদের কবর নয়। তাই বুঝে নিতে হবে যে, কাফিরদের উঁচু কবর ভেঙ্গে ফেলতে হবে, কিন্তু মুসলিমদের নয়।

উত্তর ঃ আপনার বক্তব্যটি ভুল। কারণ স্বহাবীগণ কবর সমান করার নির্দেশটি মুস্লিম-অমুসলিম সকলের জন্যই রসূলুল্লহ্ ﷺ এর নির্দেশ হিসেবে বুঝেছিলেন। নিম্নে তার প্রমাণ দেওয়া হলো। ছুমামাহ ইবনু শুফাই (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে,

كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّوْمِ بِرُوْدِسَ فَتُوُفِّىَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ ابْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّىَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَصْوِيَتِهَا.

"আমরা রোম সাম্রাজ্যের রূদাস উপদ্বীপে ফাদালাহ ইবনু উবাইদ ﷺ এর সাথে ছিলাম। সেখানে আমাদের এক সাথী (দ্বীনি ভাই) মৃত্যুবরণ করল, তখন ফাদালাহ ইবনু উবাইদ ﷺ নির্দেশ দিলে আমরা তাঁর কবরকে সমতল করে দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লহ ﷺ কে কবর সমতল করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।" **-সহীহ মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১২ কিতাবুল জানায়িজ অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ কবর সমান করা সম্পর্কে, হাদিস # ৯২/৯৬৮, **সুনানু নাসাঈ,** অধ্যায় ঃ ৩১ কিতাবুল জানায়িজ অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯ কবর উঁচু করা হলে তা সমান করে দেওয়া, হাদিস # ২০৩০ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৫) ঃ বর্তমানে দেখা যায় নাবী ﷺ এর ক্বর মাসজিদের ভিতরে, যদি ক্ববরের উপর মাস্‌জিদ তৈরি করা হারাম হয়, তবে নাবী ﷺ এর ক্বর কেন মাস্‌জিদের ভিতরে রয়েছে? তাহলে স্বহাবিগণ কি ভুল করেছেন ?

উত্তর ঃ স্বহাবীদের যুগে নাবী ﷺ এর ক্বর মাসজিদের ভিতরে ছিল না। বরং খলীফাহ্ ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ৮৮ হিজরীতে নাবী ﷺ এর ক্ববরকে মাসজিদের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তখন কোন স্বহাবী মাদীনায় জীবিত ছিলেন না। তাই বুঝতে হবে নাবী ﷺ এর ক্বর স্বহাবীগণ মাসজিদের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করেননি। অর্থাৎ বুঝা গেল যে, ক্ববরকে মাস্‌জিদ বানানো যাবে না, এ ব্যাপারে স্বহাবীগণ একমত ছিলেন। আর যেখানে রসূলুল্লহ্ ﷺ এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা থেকেই বুঝা যায় শারীয়াহ্'য় ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ। এ সংক্রান্ত বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন-

জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর মৃত্যুর ৫ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি,

أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَاتَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّىْ أَنْهَكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

"...নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা তাদের নাবী এবং সৎলোকদের ক্ববরকে মাসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান তোমরা ক্ববরগুলোকে মাস্‌জিদ বানাবে না। আমি এরূপ করতে তোমাদের নিষেধ করছি।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থানসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ, মাসজিদে ছবি বানানো এবং ক্ববরকে সাজদাহ্'র স্থান নির্ধারণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা, হাদিস # ২৩/৫৩২।

পরবর্তীতে যারা নাবী ﷺ এর ক্ববরকে মাসজিদের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করেছে তারা বড় গুনাহের কাজ করেছে এবং যারা বর্তমানে ক্ষমতা থাকা স্বত্ত্বেও নাবী ﷺ এর ক্ববরকে মাসজিদের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে তারাও বড় গুনাহের কাজ করছে। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

মাযারের কিছু কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে

মাযার বা ক্বরে যারা বাতি, মোমবাতি জ্বালায় বা আলোকসজ্জা করে তারা অভিশপ্ত ঃ

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ

"রসুলুল্লহ্ ﷺ ক্বর যিয়ারতকারিণী মহিলাদের, ক্বরের উপর মাস্‌জিদ নির্মাণকারীদের এবং (ক্বরে) যারা বাতি জ্বালায় তাদের উপর অভিসম্পাৎ করেছেন।" -স্বহীহ্ ইবনে হিব্বান, স্বহীহ্, (সানাদে সিক্বহ্ রাবী আবু স্বলিহ্ মিযান রয়েছেন) হাদিস # ৩২৫৮, ৩২৫৯।

মাযারের ক্বরে আগরবাতি বা মোমবাতি জ্বালানো, গোলাপ জল ছিটানো, ক্বররকে সাজানো মূর্তিপূজারই নামান্তর ঃ

মাজারে যেভাবে আগরবাতি বা মোমবাতি জ্বালায়, গোলাপ জল ছিটায় এবং ক্বররকে সাজায় ঠিক সেভাবেই হিন্দু মূর্তিপূজারিরা তাদের মূর্তিকে কেন্দ্র করে পূজা করে থাকে। যা থেকে বুঝা যায়, ক্বরে আগরবাতি বা মোমবাতি জ্বালানো, গোলাপ জল ছিটানো পূজা করারই মত বিষয়। এখন কেউ হয়তো বলতো পারেন যে, ক্বর পূজনীয় হয় না। তাদের জবাবে আমি বলবো আপনারা ভুল বলছেন। ক্বর পূজনীয় হয় তার প্রমাণ পেশ করা হলো। আবু হুরইরহ ﷺ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

أَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا...

"হে আল্লাহ্ আমার ক্বররকে তুমি পূজনীয় বানিয়ো না..." -মুসনাদে আহমাদ, স্বহীহ, হাদিস # ৭৩৫২।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায় ক্বর পূজনীয় হতে পারে। অর্থাৎ যারা ক্বর সাজায়, আগরবাতি জ্বালায়, গোলাপজল ছিটায় তারা মূলতঃ ক্বর পূজারী।

মাযারের ক্বররকে যারা পূজা করে তারা মূর্তিপূজারি বলে বিবেচিত ঃ

ইবনু ওমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি অন্যজাতির (ধর্মীয় কাজের) অনুসরণ করবে তারা ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।" -আবু দাউদ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২৭, কিতাবুল-লিবাস্, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, খ্যাতি লাভের পোশাক পরিধান করা, হাদিস # ৪০৩১।

মাযারকে কেন্দ্র করে পশু কুরবানী করা হারাম ঃ

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

لَاعَقْرَ فِىْ الْاِسْلَامِ, قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ يَعْنِى بَقَرَةً أَوْ بِشَىْءٍ

"ইসলামে কোন আকর নেই।" বর্ণনাকারী আবদুর রাজ্জাক রহ. বলেন, জাহিলিয়াতের (অজ্ঞতার) যুগে লোকেরা ক্বরের পাশে গিয়ে গরু বা ছাগল যবাই (আকর) করতো। **-সুনান আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৫, কিতাবুল জানায়েজ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪, ক্বরের পাশে যবাই করা নিষিদ্ধ, হাদিস # ৩২২২।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, মাযারকে কেন্দ্র করে পশু কুরবানী করা হারাম।

মাযারকে কেন্দ্র করে ওরশ বা অনুষ্ঠান আয়োজন করা নিষেধ ঃ

আবু হুরইরহ্ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

لَاتَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ...

"...তোমরা আমার ক্বরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে।" **-সুনান আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ১০০, ক্বর যিয়ারত, হাদিস # ২০৪২।

এ হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যেখানে রসুলুল্লহ্ ﷺ এর ক্বরকে কেন্দ্র করে উৎসব করা নিষেধ, সেখানে কোন পীর-আওলিয়ার ক্বরকে কেন্দ্র করে ওরশ, জন্ম-বার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি উৎসব পালন করা কি হারাম হবে না? অবশ্যই হবে।

মানত করা নিষেধ তাই মাযারে মানত করে কোন লাভ নেই ঃ

ইবনু ওমার ﵁ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِىْ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

"নাবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন আর বলেছেন তা (মানত) কল্যাণ বয়ে আনে না। তবে মানতের মাধ্যমে কৃপণ লোকের থেকে কিছু (অর্থ-সম্পদ) বের করা হয়।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২৭, মানত, অনুচ্ছেদ ঃ ২, মানত করার নিষেধাজ্ঞা আর তা কিছুই ফিরিয়ে দেয় না, হাদিস # ২,৩,৪/১৬৩৯, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৮, মানত ও শপথ, অনুচ্ছেদ ঃ ১০, মানত করা অপছন্দনীয়, হাদিস # ১৫৩৮, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১১, কাফ্ফারাসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫, মানত করা নিষেধ, হাদিস # ২১২৩ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এ হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, যারা মাযারে মানত করে তারা আসলে 'বোকা'।

দফ ব্যতীত বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারাম ঃ

আবু মালিক আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেন,

...مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمُعَازِفَ...

"...আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যাভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে..." -বুখারী, অধ্যায় ঃ ৭৪, পানীয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, যে ব্যক্তি মদকে ভিন্ন নামে নামকরণ করে তা হালাল মনে করে, হাদিস # ৫৫৯০।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, রসূলুল্লহ্ ﷺ ও স্বহাবাগণ (দফ ব্যতীত) বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করতেন না। পরবর্তিতে কিছু মানুষ সেগুলোকে হালাল মনে করবে। তাই বুঝে নিতে হবে যে, যে সমস্ত পীরের দরবারে, খানকায় বা মাযারে দফ ব্যতীত বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, তারা হারামকাজে লিপ্ত।

ক্বর যিয়ারতের উদ্দেশ্য যেমন হওয়া উচিৎ

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ثُمَّ بَدَا لِيْ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُوْرُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا.

"রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে ক্বর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, হ্যাঁ এখন তোমরা ক্বর যিয়ারত করবে। কারণ ক্বর যিয়ারত (১) হৃদয়কে কোমল করে, (২) চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করে ও (৩) পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে তোমরা শোক ও বেদনা প্রকাশ করতে যেয়ে সেখানে কিছু বলবে না।" -সুনানুল কুবরা (ইমাম বায়হাক্বী রহ.), স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জানায়িয, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৭, ক্বর যিয়ারত, হাদিস # ৭১৯৮।

উপরোক্ত হাদিস এবং বর্তমান মানুষদের কার্যকলাপ দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লহ ﷺ ক্বর যিয়ারতের যে উদ্দেশ্যগুলো আমাদের শিখিয়েছেন, বর্তমানের মানুষরা সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়েছে। আর সে জন্যই তারা আজ ক্বরে যায় ক্বররবাসীর কাছে চাইতে, বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে, ক্বরে সাজদাহ্ দিতে, ক্বররবাসী পরকালে তাকে রক্ষা করবে এই আশায়, সন্তান পাওয়ার আশায় ইত্যাদি। যা কি'না শারী'আহ্'য় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পীর বা ওয়ালী আওলিয়া

আল্লাহ্'র ওয়ালীর পরিচয়

আল্লাহর ওয়ালী কারা ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ج اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

"জেনে রাখ, আল্লাহ্'র ওয়ালীদের কোন ভয় নাই আর তারা দুঃখিতও হবে না। (তাদের পরিচয় হচ্ছে) যারা ঈমান আনে এবং তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন করে।" -সূরাহ্ ইউনুস (১০), ৬২ ও ৬৩

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, ওয়ালী হতে হলে বিশেষ কোন ক্ষমতা লাগবে না। ওয়ালী হওয়ার শর্ত হচ্ছে দুটি।

১) তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে অর্থাৎ মুসলিম হবে এবং
২) আল্লাহকে ভয় করে মেনে চলবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না তারা আল্লাহ্'র ওয়ালী হতে পারে না ঃ

আবু মালিক আশ'আরী ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْأِيْمَانِ...

"রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো ঈমানের অঙ্গ..." -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুত্ তহারত, অনুচ্ছেদ ঃ ১, অযুর ফাযিলাত হাদিস # ১/২২৩।

ইচ্ছাকৃতভাবে যারা ময়লা, ছেঁড়া বা তালি দেয়া কাপড় পরিধান করে থাকে এবং চুলে-দাঁড়িতে জট পাকায় তারা আল্লাহ্'র ওয়ালী হতে পারে না ঃ

আব্দুল্লহ্ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ...

"নাবী ﷺ বলেছেন... আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন...।" -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯, অহঙ্কার হারাম হওয়া এবং তার পরিচয়, হাদিস # ১৪৭/৯১।

অতএব, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মাযারে, বিভিন্ন গাছতলায় বা রাস্তায় ময়লা, ছেঁড়া বা তালি দেয়া কাপড় পরিধান করে থাকে এবং চুলে-দাঁড়িতে জটপাকায় তাদের

অবস্থা অবশ্যই সুন্দর নয়। উল্লিখিত হাদিস অনুযায়ী যারা সুন্দরকে পছন্দ করে না, তারা পছন্দকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে কখনই আল্লাহ্'র ওয়ালী হতে পারে না।

যারা দাঁড়ি রাখেনা তারা আল্লাহ্'র ওয়ালী হতে পারে না ঃ

ইবনু ওমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

انْهَكُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوْا اللِّحَى .

"...তোমরা গোঁফ অধিক ছোট করবে এবং দাঁড়ি ছেড়ে দিবে (বড় রাখবে)।"
-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৭৭, পোশাক, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫, দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে, হাদিস # ৫৮৯৩।

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নেংটা থাকে তারা আল্লাহ্দ্রোহী এবং তারা কিছুতেই আল্লাহ্'র ওয়ালী হতে পারে না ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا...

"হে আদাম সন্তান; আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই পোশাক পাঠিয়েছি যেনো তোমাদের লজ্জাস্থান গোপন করো..." -সূরাহ্ আ'রফ (৭), ২৬

উল্লিখিত আয়াতটি নির্দেশ করে, আদাম সন্তান ইচ্ছাকৃতভাবে জনসম্মুখে নেংটা থাকতে পারবে না। যারা নেংটা থাকবে তারা আল্লাহ্'র নিয়মের বিরোধী। অতএব, যেসব কথিত পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা নেংটা থাকে তারা নেংটা পীর হতে পারে, কিন্তু কখনো-ই আল্লাহ্'র ওয়ালী হতে পারে না।

যারা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে তারা আল্লাহ্'র ওয়ালী হতে পারে না ঃ

ইবনু ওমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍحَرَامٌ

"রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, সকল মাদক দ্রব্যই মদ। আর আর সকল মাদক দ্রব্যই (সেবন করা) হারাম।" -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৩৭, পানীয় বস্তু, অনুচ্ছেদ ঃ ৭, সকল মাদক দ্রব্যই মদ। আর আর সকল মাদক দ্রব্যই (সেবন করা) হারাম, হাদিস # ৭৩,৭৪,৭৫/২০০৩

সুতরাং, যারা মাযারসমূহে মাদক সেবন করে ওয়ালী সাজার চেষ্টা করে তারা হারাম কাজে লিপ্ত ও ভণ্ড। তাই এরা কখনোই ওয়ালী হতে পারে না।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া ধরা সম্পর্কে

আল্লাহ্'কে বাদ দিয়ে পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া ধরা হারাম ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاءَ...

"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তোমরা তা অনুসরণ করো, আর আল্লাহ্'কে বাদ দিয়ে আওলিয়াদের অনুসরণ করো না।"-সূরাহ্ আ'রফ (৭), ৩

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

...وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

"...আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো ওয়ালী নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।" -সূরাহ্ শুরা (৪২), ৩১

আল্লাহ্'র 'রহ্মাত থেকে নিরাশ হয়ে' পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার কাছে যাওয়া অথবা মাযারে যাওয়া হারাম ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

...وَلَا تَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط إِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

"...তোমরা আল্লাহর রহ্মাত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহ্মাত থেকে কেউ নিরাশ হয় না" -সূরাহ্ ইউসুফ (১২), ৮৭

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো আল্লাহর রহ্মাত থেকে নিরাশ হওয়া কাফিরদের কাজ।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"(হে নাবী) বলুন, (আল্লাহ্ বলেন) হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহ্মাত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -সূরাহ্ যুমার (৩৯), ৫৩

এ আয়াত ঘোষণা করছে যে, আমরা যত বড় পাপাচারীই হই না কেন, আল্লাহর নিকট আমরা দু'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই পীর ধরা বা মাযারে যাওয়ার দরকার নাই। মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

বেগানা নারী বা পুরুষের শরীর স্পর্শ করা যিনা ঃ

আবু হুরইরহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন,

...وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ...

"...হাতের যিনা হচ্ছে (বেগানা নারী বা পুরুষকে) শক্তভাবে ধরা..." -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৪৬, তাক্বদীর, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, আদাম সন্তানের ওপর ব্যাভিচার ও অন্যান্য বিষয়, হাদিস # ২১/২৬৫৭।

সুতরাং যেসব পীররা দু'আ করার উদ্দেশ্যে বা বাই'আতের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীদের শরীর স্পর্শ করে অথবা সেবা নেয়ার উদ্দেশ্যে নারীদের দ্বারা নিজের শরীর স্পর্শ করায় তারা সকলেই মূলতঃ যিনাকারী (ব্যাভিচারী)।

বেগানা পুরুষ ও নারী নির্জনে অবস্থান করতে পারবে না ঃ

ইবনু আব্বাস ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত,

...يَقُوْلُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ...

"তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান না করে..." -বুখারী, অধ্যায় ঃ ৫৬, জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৯, উটের গলায় ঘন্টা বা তদ্রুপ কিছু বাঁধার ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে, হাদিস # ৩০০৬।

এই হাদিস অনুযায়ী যেসকল পীররা তাদের মহিলা মুরিদদের সাথে একান্তে বসে কথা বলে তারা হারাম কাজ করছে।

কোন নারী মাহরাম (যাদের সাথে পর্দা করতে হয় না) ছাড়া কোন বেগানা পুরুষের সাথে সাক্ষাত করতে পারবে না ঃ

"ইব্ন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ...

"মাহরমের উপস্থিতি ব্যতীত কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে সাক্ষাত করবে

না।” -বুখারী, অধ্যায় ঃ ৬৭, কিতাবুন নিকাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১১২, মাহরাম ব্যতিত অন্যকোনো পুরুষের সঙ্গে একান্তে দেখা করবে না..., হাদিস # ৫২৩৩।

কোন পুরুষ বা নারী যখন বেগানা অন্য কোন নারী বা পুরুষের সাথে থাকে তখন তাদের সাথে শয়তান থাকে ঃ

ইবন ওমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন,

...أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ...

“...কোন পুরুষ যখন কোন মহিলার সঙ্গে নিভৃতে একত্রিত হয় তখন শয়তান অবশ্যই তৃতীয় জন হিসাবে উপস্থিত থাকে।” -তিরমিযী, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩১, ফিৎনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭, সংঘবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা, হাদিস # ২১৬৫।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার ক্ষমতা

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা কাউকে সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيمًا ط إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

“...তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত ও ক্ষমতাবান।” -সূরাহ্ আশ্ শূরা (৪২), ৪৯-৫০

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, সন্তান দেওয়া না দেওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ তাঁর। কোন পীর বা আওলিয়া কাউকে সন্তান দান করতে পারে না। যারা সন্তান দেওয়ার দাবী করে বা আশ্বাস দেয় তারা মহামিথ্যুক ও ভন্ড।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা হালালকে হারাম করতে পারে না এবং হারামকে হালাল করতে পারে না ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

...وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ...

“...আল্লাহ্ বিধান দেন আর তাঁর বিধান কেউ পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না...” -সূরাহ্ র’দ (১৩), ৪১

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান রাখে না ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ...

"আকাশ এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখেনা..." -সূরাহ্ নামল (২৭), ৬৫

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

قُلْ ... لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ...

"বল; (হে মুহাম্মাদ)... আমি গায়েবের জ্ঞান রাখিনা..." -সূরাহ্ আন'আম (৬), ৫০

এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, রসূলুল্লহ্ ﷺ গায়েবের জ্ঞান রাখতেন না, সেখানে পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা কিভাবে গায়েবের জ্ঞান রাখে ? অতএব বুঝে নিতে হবে যে, **যারা গায়েবের খবর রাখে বলে দাবি করবে,** তারা মিথ্যুক, ভণ্ড ও প্রতারক।

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

"...আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো ওয়ালী নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।" -সূরাহ্ শুরা (৪২), ৩১

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা পরকালে কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না ঃ

আমাদের মাঝে সবার চেয়ে বড় ওয়ালী হলেন রসূলুল্লহ্ ﷺ। তাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ إِنِّىْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا.

"বল (হে মুহাম্মাদ), আমি তোমাদের (পরকালে) ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখিনা।" -সূরাহ্ জ্বীন (৭২), ২১

যেখানে রসূলল্লহ ﷺ আমাদের পরকালে উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না সেখানে কোনো পীর বা কোনো ওয়ালী-আওলিয়া কিভাবে আমাদের পরকালে উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখতে পারে? তাই এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া আমাদের পরকালে উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না।

আবু হুরইরহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

...يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّىْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ...

"...হে ফাতিমাহ্! জাহান্নাম থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাও। কারণ আল্লাহ্'র (আযাব) থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই..." -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯, মহান আল্লাহ্'র বাণী "তোমরা নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও" -সূরাহ্ শুয়ারা (২৬), ২১৪, হাদিস # ৩৪৮/২০৪।

যেখানে রসূলুল্লহ্ ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ্ ﷺ কে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখেন না, সেখানে পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা কিভাবে তাদের মুরিদদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে? অর্থাৎ বুঝা গেলো, যে সকল পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মানুষদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবে বলে আশ্বাস দেয় তারা হলো মহামিথ্যুক।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা কাউকে হেদায়েত দেয়ার ক্ষমতা রাখে না ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ج وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"(হে মুহাম্মাদ) তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হেদায়েত দিতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ যাকে চান তাকেই হেদায়েত দান করেন। তিনি হেদায়েত প্রাপ্তদের সম্পর্কে জানেন।" -সূরাহ্ ক্বস্বস্ব (২৮), ৫৬

যেখানে স্বয়ং নাবী ﷺ তাঁর প্রিয় ব্যক্তিকে হেদায়েত দানের ক্ষমতা রাখেন না, সেখানে পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা কিভাবে হেদায়েত দেয়ার ক্ষমতা রাখে! নিশ্চয় যে সকল পীররা মানুষদেরকে **হেদায়েত দানের দাবী করে** তারা অবশ্যই-অবশ্যই ভণ্ড।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা তাদের মুরিদদের জন্য "নিজ থেকে" আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

لَايَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

"রহমানের অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করার অধিকার রাখবে না।" -সূরাহ্ মারইয়াম (১৯), ৮৭

পীর ওয়ালী-আওলিয়ারা আল্লাহর নিকট থেকে তাদের মুরিদদের জন্য সুপারিশের অনুমতি পেয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। তাই যে সকল পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা তাদের মুরিদদের **পরকালে সুপারিশের আশ্বাস দেয়,** তারা মিথ্যুক।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা ইহকালে আল্লাহকে দেখতে পারে না ঃ

...تَعَلَّمُوْا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوْتَ.

"রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন, ... জেনে রেখো নিশ্চয়ই কখনোই তোমাদের কেউ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না" -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৫২, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৯, ইবনু সাঈদের বর্ণনা, হাদিস # ১৬৯, আস্-সুন্নাহ (ইমাম ইবনু আবী আস্বিম রহ.), স্বহীহ, অনুচ্ছেদ : কখনোই তোমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না, হাদিস # ৪২৮।

সুতরাং যে সমস্ত পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা **ইহকালে আল্লাহকে দেখার দাবী করে** এবং মুরিদদেরও **আল্লাহকে দেখানোর আশ্বাস দেয়,** তারা চরম মিথ্যাবাদী ও প্রতারক।

যারা ক্বরে আছে তারা আমাদের কোনো কথা শুনতে পারে না ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ.

"...যে ব্যক্তি ক্বরে রয়েছে তাকে তুমি (কোনো কথা) শোনাতে পারবে না।" -সূরাহ্ ফাতির (৩৫), ২২

যেহেতু ক্বরের ব্যক্তিরা আমাদের কোনো কথাই শোনে না সেহেতু তাদের কাছে কোনো কিছু চাওয়া বোকামী ছাড়া কিছুই নয় ! তাই মাযারে গিয়ে দু'আ করে কোনো লাভ নেই। কারণ, মাযারের ক্বরওয়ালা পৃথিবীবাসীর কারো কথা শুনতে পারে না।

ওয়ালী-আওলিয়ারা যে সকল বিষয়ে বাধ্য

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াসহ সকল মানুষ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্ দ. এর আনীত শারী'আহ্ মানতে বাধ্য ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا...

"বল; হে মানবজাতি ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্'র রসূল..."-সূরাহ্ আ'রফ (৭), ১৫৮

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, আমাদের সকলকে রসূলুল্লহ ﷺ এর আনীত শারী'আহ্'র অনুসরণ করতে হবে। যে সকল কথিত পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা দাবি করে যে, রসূলুল্লহ ﷺ এর শারী'আহ্'র বাহিরে গিয়ে "নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন তরিকায়" ইবাদাত করা যায়, তারা মূলতঃ এই আয়াতটির চরম অস্বীকারকারী। তাদের ঐ সমস্ত ইবাদাতও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেন-

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে আমাদের দ্বীনের মাঝে এমন বিষয় উদ্ভাবন করল যা তাতে (শারী'আতে) নেই তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।" -বুখারী, অধ্যায় ঃ ৫৩, বিবাদ-মিমাংসা, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, অন্যের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে তা বাতিল, হাদিস # ২৬৯৭, মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৩০, বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদ'আতী কার্যকলাপ পরিত্যাগ, হাদিস # ১৭,১৮/১৭১৮ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা আল্লাহর ইবাদাত করতে বাধ্য ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"। -সূরাহ্ যারিয়াত (৫১), ৫৬

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, নাবী-রসূল, শহীদ, পীর বা ওয়ালী আওলিয়া এমনকি সমগ্র মানবজাতি এবং জ্বীন জাতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত করা। সেখানে কেউ যদি বলে যে, কোন এক পর্যায়ের যাওয়ার পর আল্লাহর ইবাদাত করা লাগে না, তারা আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিরোধীতাকারী ও পথভ্রষ্ট।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী (আল্লাহভীরু) হতে পারো।" -সূরাহ বাক্বরহ (২), ২১

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, সৃষ্টির শুরু থেকে সকল নাবী-রসূল, শহীদ, সিদ্দিক, ওয়ালী-আওলিয়াসহ সকল মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ...

"প্রত্যেক জীব মৃত্যুবরণ করবে..." -সূরাহ্ আনকাবূত (২৯), ৫৭

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সব মানুষই একদিন মারা যাবে। তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারাও মারা যায়।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ.

"(হে মুহাম্মাদ) তুমি মারা যাবে আর তারাও মারা যাবে।" -সূরাহ্ যুমার (৩৯), ৩০

যেখানে রসূলুল্লহ্ ﷺ মারা গিয়েছেন সেখানে পীর বা ওয়ালীরা মারা যাবে না কেনো? অবশ্যই পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারাও মারা যাবে।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের কাছে দু'আ করা প্রসঙ্গে

কোনো পীর বা ক্ববরওয়ালার কাছে দু'আ করা হারাম ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا...

"...তোমরা আল্লাহ্'র সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না।" -সূরাহ্ জ্বীন (৭২), ১৮

এ আয়াতে আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা যাবে না। তাই পীর বা ক্ববরওয়ালার কাছে দু'আ করা হারাম।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ...

"আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন..." -সূরাহ্ যুমার (৩৯), ৩৬

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট। তাহলে আল্লাহ্'কে বাদ দিয়ে মাযারওয়ালার কাছে দু'আ করতে হবে কেনো? এ থেকে কি প্রমাণ হয় না আল্লাহ্'কে বাদ দিয়ে কোনো আওলিয়ার কাছে দু'আ করা ঠিক নয়।

আল্লাহ্'কে বাদ দিয়ে যে অন্যকে ডাকে সে পথভ্রষ্ট ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ.

"তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্'র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যে তার ডাকে সাড়া দিবে না ! আর তাদের ডাকা-ডাকি সম্পর্কে তারা (মৃতরা) কোনো খবরও রাখে না।" -সূরাহ্ আহ্ক্বফ (৪৬), ৫

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা পীর বা ক্ববরওয়ালার কাছে দু'আ করে তারা পথভ্রষ্ট। যেমন- পীর বা ক্ববরবাসীর কাছে সন্তান চাওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা শির্ক এবং যে করে তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا.

"বল (হে মুহাম্মাদ); আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি, আর আমি (অন্য কাউকে ডেকে) তাঁর সাথে কাউকে শরিক করিনা।" -সূরাহ্ জ্বীন (৭২), ২০

এ আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করলে শিরক হয়। নুমান বিন বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ...

"আমি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, দু'আ হচ্ছে ইবাদাত..." -আবু দাউদ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫৮, দু'আ সম্পর্কে, হাদিস # ১৪৭৯, তিরমিযী, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪৪, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, সূরাহ্ বাক্বরহ, হাদিস # ২৯৬৯, অনুচ্ছেদ ঃ ৪২, সূরাহ্ মু'মিন, হাদিস # ৩২৪৭, অধ্যায় ঃ কিতাবুদ্ দু'আসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ০২, হাদিস # ৩৩৭২, ইবনু মাজাহ্, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৪, কিতাবুদ্ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ ১, দু'আর ফাযিলাত, হাদিস # ৩৮২৮ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

দু'আ যেহেতু ইবাদাত সেহেতু এ দু'আ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে করা শিরক্। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

"...কেউ যেনো তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে" -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ১১০

অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, যারা পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার কাছে দু'আ করে তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শির্ক করছে।

আর শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

...اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ الْعَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ...

"...নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্'র সাথে শির্ক করবে তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত..." -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৭২

কোনো ওয়ালীর কাছে দু'আ না করে সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দু'আ করলেই আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করবেন ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ...

"অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো..." -সূরাহ্ বাক্বরহ (২), ১৫২

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ...

"তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো..."
-সূরাহ্ মু'মিন (৪০), ৬০

এ আয়াত দু'টো থেকে বুঝা যায় কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলীয়ার কাছে না গিয়ে সরাসরি আল্লাহ্'র কাছে দু'আ করলেই আল্লাহ্ আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। তাহলে কোনো মাযারে, পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার কাছে যেয়ে দু'আ করার দরকার কি? সরাসরি আল্লাহ্'র কাছে দু'আ করলেইতো হয়। এ থেকে কি বুঝা যায় না যে মাযারের ওয়ালীর কাছে বা পীরের কাছে দু'আ করা ঠিক নয়? মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ...

"...ঈমানদারগণকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ত্ব" -সূরাহ্ রূম (৩০), ৪৭

এ আয়াত থেকেও বুঝা যায় যে, মাযারে বা পীরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে এমনিতেই সাহায্য করবেন।

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াকে সম্মানার্থে সাজদাহ্ করা বা পায়ে চুমু দেয়া হারাম

আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, রসূলল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

وَلَايُصْلِحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدُ لِبَشَرٍ...

"...কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের কাছে (সম্মানার্থে) মাথা নত করা বৈধ নয়..." -মুসনাদ আহমাদ, স্বহীহ্, হাদিস # ১২৫৫১।

এ হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াকে সাজদাহ্ করা বা তাদের পায়ে চুমু দেয়া বৈধ নয় অর্থাৎ হারাম। কারণ পায়ে চুমু বা সাজদাহ্ দিতে গেলে মাথা নত করতে হয়।

তথাকথিত যেসকল মুসলিমরা আল্লাহ্'র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে মারা যাবে তাদের জন্য রসূলুল্লহ্ ﷺ শাফা'আত (সুপারিশ) করবেন না ঃ

আবু হুরইরহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَايُشْرِكُ بِا اللّٰهِ شَيْئًا.

"...ইনশাআল্লাহ্ আমার শাফা'আত সে উম্মাত পাবে যে আল্লাহ্'র সাথে শরীক না করে মারা গিয়েছে।" -তিরমিযী, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪৫, দু'আসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১, লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্'র ফাযীলাত, হাদিস # ৩৬০২, আস্-সুন্নাহ্ (ইমাম আবী বাকার বিন খিলাল), স্বহীহ্, হাদিস # ১২০৬, আল-আদাব (ইমাম বায়হাক্বী), স্বহীহ্, হাদিস # ১১৬২ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

এ হাদিস অনুযায়ী তথাকথিত সে সকল মুসলিমদেরকে সাবধান করছি, যারা মাযার এবং পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের রবের স্থানে বসিয়ে মহান আল্লাহ্'র সাথে শির্ক করছেন, তারা কিন্তু নাবী ﷺ এঁর শাফা'আত পাবেন না।

কাউকে 'রসূলের বান্দা' বা 'আব্দুর রসূল' বলা যাবে না

মহান আল্লাহ্ বলেন,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ...

"কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও'-এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও..." -সূরাহ্ আলি ইমরান (৩), ৭৯

এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, কোনো নাবী তাঁর জাতিকে কখনো একথা বলবেন না যে, "তোমরা আমার বান্দা।" এ থেকেই বুঝা যায় রসূলের বান্দা বলাটা বৈধ নয়। সুতরাং যে সমস্ত পীর ও মুরীদরা নিজেদের আব্দুর রসূল (রসূলের বান্দা) বলে থাকে তারা হারাম কাজ করে।

উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

"তোমরা তোমাদের রবকে ডাক সকাল-সন্ধ্যায় বিনয়ের সাথে মনে-মনে এবং অনুচ্চস্বরে আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" -সূরাহ্ আ'রফ (৭), ২০৫

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, জিকির জোরে জোরে করা যাবে না। তাই যারা মাস্‌জিদে, পীরের দরবারে, খানকায়, মাযারে, দরগাহ্ ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে জোরে জোরে জিকির করে, তারা হারাম কাজ করছে।

সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া ধরা সম্পর্কিত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (৬) ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا...

"...আল্লাহ্ যাকে সৎপথ দেখান সে সঠিকপথপ্রাপ্ত আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কক্ষনো সৎপথের ওয়ালী, মুর্শিদ পাবে না।" -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ১৭

এ আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায়, যারা পথভ্রষ্ট, তাদের ওয়ালী, মুর্শিদ থাকবে না। অর্থাৎ যাদের ওয়ালী বা মুর্শিদ বা পীর নাই, তারাই পথভ্রষ্ট। এ কারণে আমাদের পীর-মুর্শিদগণ বলেন যে, "যার পীর নাই তার পীর শয়তান।"

উত্তর ঃ আপনার ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ মুর্শিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে পথপ্রদর্শক। আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে আল্লাহ সঠিক পথ দান করেন অর্থাৎ আল্লাহই হচ্ছেন মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শক। তাই আল্লাহ যদি কারো মুর্শিদ না হোন, তাহলে কোন পীর বা ওয়ালী-আওলিয়া আসলেও সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

সুতরাং এ আয়াত দিয়ে কোনভাবেই প্রমাণ হয় না, "যার পীর নাই তার পীর শয়তান।" বরং প্রমাণ হয়, **যার মুর্শিদ আল্লাহ নন, তার মুর্শিদ (পথপ্রদর্শক) শয়তান** ।

বেগানা নারী বা পুরুষের শরীর স্পর্শ করা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (৭) ঃ মা'কিল বিন ইয়াসার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ.

"নাবী ﷺ নারীদের সাথে কাপড়ের আড়াল থেকে মোসাফাহ্ করেছেন (হাত মিলিয়েছেন)।" -**আল মু'জামুল আওস্বাত** (ইমাম ত্বারানী), হাদিস # ২৮৫৫, **আল মু'জামুল কাবীর** (ইমাম ত্বারানী), হাদিস # ৪৫৪।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায় পীরদের জন্য বেগানা মহিলাদের শরীর স্পর্শ করা বৈধ।

উত্তর ঃ হাদিসটি ২টি কারণে যঈফ। যথা-

১. সানাদে আত্তাব ইবনে হারব অত্যন্ত যঈফ।

২. আরেক বর্ণনাকারী মাদাউল খাররাজ মাজহুল (অপরিচিত)।

অতএব, দালিলটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (৮) ঃ আবদুর রহমান ইবনে সা'দ বলেন,

خدرتْ رجُل ابن عمر، فقال له رجلٌ، اذكر أحب الناس أليكَ فقال : يا محمد

একদা ইবনু উমর ﵁ এর পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরল। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনার নিকট যে প্রিয়তম তার কথা স্মরণ করুন। তিনি বললেন; হে মুহাম্মাদ। -**আল আদাবুল মুফরদ** (ইমাম বুখারী), অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩৫, পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরলে কি বলবে, হাদিস # ৯৭৮

উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় ব্যথা বেদনায় বা বিপদে পড়লে মুহাম্মাদ ﷺ কে বা পীর বুজুর্গকে স্মরণ করলে বা ডাকলে উপকার পাওয়া যাবে।

উত্তর ঃ উপরোক্ত হাদিসটি যঈফ। কারণ সানাদে আবু ইসহাক রয়েছেন। তিনি প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস (তাহযিবুত তাহযিব, রাবী # ৫৮৯৪)। তিনি হাদিসটি "আন" শব্দে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রহমান ইবনে সা'দ এর সাথে আবু ইসহাক এর শোনাটা প্রমাণিত নয়।

এছাড়া আবু ইসহাক সাবিয়ী এর শেষ জীবনে ইখতিলাত (স্মৃতিভ্রম) হয়েছিল (তাক্বরীবুত তাহযিব, রাবী # ৫১০০)। আর এ হাদিসটি তিনি ইখতিলাতের আগে বর্ণনা করেছেন না'কি পরে বর্ণনা করেছেন তা জানা যায় না। তাই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এই হাদিসের আরও দুটি সানাদ রয়েছে ইবনুস্-সুন্নি রহ. এর "আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি" নামক কিতাবে। একটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে ওমার ﷺ সূত্রে যেখানে মুহাম্মাদ বিন খিদাশ নামক মাজহুল (অজ্ঞাত) রাবী রয়েছে।

অন্যটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস ﷺ সূত্রে যেখানে গিয়াস বিন ইব্রাহিম নামক মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে (মীযানুল ই'তিদাল, রাবী # ৬৬৮৪)। তাই এই হাদিসটির কোন সানাদই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু হাদিসটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেরও বিরোধী।

মহান আল্লাহ বলেন,

... إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ

"...তোমরা যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই (আল্লাহ্'র) নিকট আকুল আবেদন কর।" -সূরাহ্ নাহল (১৬), ৫৩

প্রশ্ন (৮) ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ : يَا عِبَادَ اللّٰهِ، احْبِسُوْا عَلَيَّ، يَا عِبَادَ اللّٰهِ احْبِسُوْا عَلَيَّ، فَإِنَّ لِلّٰهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُم

"যখন তোমাদের কেউ (মরুভূমিতে) তার বাহন হারিয়ে ফেলে, তখন তার এভাবে দুআ করা উচিত, হে আল্লাহর বান্দারা, আমাকে (হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরে পেতে) সাহায্য কর। কেননা আল্লাহর জন্য পৃথিবীতে অনেকে হাজির হয় তোমাদের সাহায্য করতে।" **-আল মু'জামুল কাবীর** (ইমাম ত্বারনী), হাদিস # ১০৩৭১।

উপরোক্ত হাদিস অনুযায়ী বিপদে পড়লে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দুআ করা দোষের কিছু নয় বরং বৈধ।

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ হওয়ার কারণে দালিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই হাদিসের সানাদে রয়েছেন মারুফ বিন হাসসান সামারকান্দী।

ইমাম বায়হাক্বী রহ. মারুফ বিন হাসসানকে যঈফ বলেছেন। -শুয়াবুল ঈমান (ইমাম বায়হাক্বী রহ.), হাদিস # ৩৯৩৬।

আবু আহমদ বিন আদী, মারুফ বিন হাসসানকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন। -সুনানুল কুবরা (ইমাম বায়হাক্বী রহ.) হাদিস # ৬৬।

ক্বরওয়ালাদের নিকট সাহায্যের জন্য যাওয়ার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (৯) ঃ আবূল জাওযা' আউস ইবনে আব্দিল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُحِطَ اَهْلُ الْمدِيْنَةِ قَحْطًا شَدِيْدًا فَشَكُوا اِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتِ انْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كِوًى اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ قَالَ فَفَعَلُوْا فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتّٰى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَت الْاِبِلُ حَتّٰى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّى عَامَ الْفَتْقِ.

মাদীনাবাসীগণ একবার দূর্ভিক্ষের কবলে পড়েন। তাঁরা মা আয়েশা ﵂ এঁর কাছে এ (শোচনীয় অবস্থার) ব্যাপারে ফরিয়াদ করেন। তিনি তাঁদেরকে নাবী ﷺ এর রওযায় (ক্বরে) গিয়ে তার ছাদে একটি ছিদ্র করতে বললেন এবং রওযা পাক ও আকাশের মাঝে কোনো বাধা না রাখতে নির্দেশ দেন। তাঁরা তাই করেন। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি নামে। এতে সর্বত্র সবুজ ঘাস জন্মায় এবং উট হৃষ্টপুষ্ট হয়ে মনে হয় যেন চর্বিতে ফেটে পড়বে। এই বছরটিকে 'প্রাচুর্যের বছর' বলা হয়। -সুনানু দারিমী, অধ্যায়ঃ মুক্বদ্দমা, অনুচ্ছেদঃ ১৫, নাবী সাঃ কে আল্লাহ মৃত্যুর পরও মর্যাদা দিয়েছেন, হাদীস # ৯২।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তির ক্বর থেকে বারাকাত আসে। তাই আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তির ক্বরে যেয়ে বারাকাত হাসিল করা যাবে।

উত্তর ঃ হাদিসটি ৩টি কারণে যঈফ হওয়ায় দালিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ক) সানাদে আওসা বিন আবদুল্লাহ রয়েছেন। তিনি হাদিসটি মা আইশাহ ﵂ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মা আইশাহ ﵂ এর সাথে তার সাক্ষাত হয়নি (তাহযিবুত তাহযিব, রাবী # ৭০২)।

খ) সানাদে সাঈদ বিন যায়েদ রয়েছেন। তিনি হাদিস বর্ণনায় ভুল করতেন। তাই ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, সাঈদ বিন যায়েদ এর একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ হাদিসটি একক বর্ণনা (তাহযিবুত-তাহযিব, রাবী # ২৬৬০)। সুতরাং এই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

গ) আরেক বর্ণনাকারী আবু নু'মান মুহাম্মাদ বিন ফাযল এর ইখতিলাত হয়েছিল (তাহযিবুত-তাহযিব, রাবী # ৭২৮৯)। আর এই হাদিসটি তিনি ইখতিলাতের আগে বর্ণনা করেছেন নাকি পরে বর্ণনা করেছেন তা জানা যায় না, বিধায় হাদিসটি দালিলযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (১০) ঃ আবূ ইসহাক আল-কারশী বর্ণনা করেন,

كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا لَّا يُمْكِنُهُ أَنْ يُّغَيِّرَهُ أَتَى الْقَبْرَ، فَقَالَ : أَيَا قَبْرَ النَّبِيِّ وَصَاحِبَيْهِ - أَلَا يَا غَوْثَنَا لَوْ تَعْلَمُوْنَ .

মদীনা মুনাও-ওয়ারায় আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন-ই এমন কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখতেন যাকে তিনি বাধা দিতে অক্ষম, তৎক্ষণাৎ তিনি নবী ﷺ এর ক্ববরে যেতেন এবং আরয করতেন, 'হে ক্ববরের অধিবাসীবৃন্দ (রসূলল্লহ্ ﷺএবং আবু বাকর ﵁ ও ওমার ﵁) এবং আমাদের সাহায্যকারীমণ্ডলী! আমাদের অবস্থার দিকে কৃপাদৃষ্টি করুন।' **-শু'আবুল ঈমান** (ইমাম বায়হাক্বী), হাদীস # **৩৮৬৯**

উত্তর ঃ সানাদে আবু ইসহাক্ব আল-কারশী স্বহাবী না'কি তাবেঈ তা জানা যায় না। আর স্বহাবী না হলে কোন তাবেয়ীর কথা বা কর্ম দ্বারা শারীয়াহ'র বিধান সাব্যস্ত হয় না। তাই উল্লিখিত হাদিসটি আমাদের নিকট পালনীয় নয়।

প্রশ্ন (১১) ঃ আলী ইবনে মাইমুন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী রহ. কে বলতে শুনেছি,

يَقُوْلُ : إِنِّيْ لَا تَبَرَّكُ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَجِيْءُ إِلَى قَبْرِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، يَعْنِيْ زَائِرًا، فَإِذَا عَرَضَتْ لِيْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَجِئْتُ إِلَى قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ اللّٰهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ عِنْدَهُ، فَمَا تَبْعُدُ عَنِّيْ حَتَّى تُقْضَى .

আমি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাধ্যমে বারাকাত লাভ করি। প্রত্যেক দিন তার ক্ববরের নিকট যাই। যখন আমি কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হই, দু'রকা'আত স্বলাত আদায় করি এবং তার ক্ববরের কাছে যাই এবং তার ক্ববরের কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি। অল্প সময়ে আমার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়।" -তারিখে বাগদাদ, খণ্ড # ১, পৃষ্ঠা # ৪৪৫, দারুল গার্‌ব আল-ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল ঃ ২০০১

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ক্ববরের মাধ্যমে বারাকাত লাভ করতেন। সুতরাং আমরাও পীর, বুজুর্গ, ওলী-আওলিয়াদের ক্ববরের মাধ্যমে বারাকাত লাভ করতে পারব।

উত্তর ঃ উপরোক্ত বর্ণনাটি যঈফ (দুর্বল)। কারণ সানাদের ওমার বিন ইসহাক বিন ইব্রাহীম মাজহুল (অজ্ঞাত)। আর বর্ণনাটিকে অনেকেই জাল-বানোয়াট বলেছেন।

প্রশ্ন (১২) ঃ মালিক আদ্-দার বর্ণনা করেন,

أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُل إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَسْتَسْق لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُم قَدْ هَلَكُوْا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِيْ الْمَنَامِ، فَقِيْلَ لَهُ: ائْتِ عُمَرَ فَاقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَاَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُّوْنَ، وَقُلْ لَه: عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ، فَاَتَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَبَكَى عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ، لَا آلُوْ إِلَّا مَاعَجَزْتُ عَنْهُ.

(খলীফাহ্) ওমার ﵁ এর শাসনামলে মানুষেরা খরাপীড়িত হন। এমতাবস্থায় কেউ একজন নাবী ﷺ এর রওযায় (ক্ববরে) আসেন এবং আরয করেন, 'হে নবী, আপনার উম্মতের জন্যে (আল্লাহ্‌র দরবারে) বৃষ্টি প্রার্থনা করুন, কেননা নিশ্চয় তারা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।' অতঃপর নাবী ﷺ এক রাতে ওই ব্যক্তির স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাঁকে বলেন, 'ওমারের কাছে যাও এবং তাঁকে আমার সালাম জানাও। তারপর তাঁকে বলবে যে বৃষ্টি হবে। তাঁকে বলবে বিচক্ষণ হতে (শাসনে)'। ওই ব্যক্তি (খলীফাহ্) ওমার ﵁ এর কাছ গিয়ে ঘটনা জানালেন। এতে (খলীফাহ্) ওমার ﵁ খুব কাঁদলেন এবং দু'আ করলেন, 'হে প্রভু! আমি

চেষ্টার ত্রুটি করি না, শুধু যা আমার জ্ঞানের বাইরে, তা ছাড়া!” **-মুস্বন্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ্,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুল ফাযায়েল, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, ওমার বিন খত্তব রা.-এর মর্যাদা, হাদিস # ৩২৬৬৫, **দালাইলুন নাবুওয়াহ্** (ইমাম বায়হাক্বী), হাদিস # ৩০৩০, **তারিখ ইবনু আবি খইসামাহ্,** হাদিস # ৪৩২ (হাদিসটি মুস্বন্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ্'র বর্ণনা)।

উত্তর ঃ এই বর্ণনাটি একটি যঈফ (দুর্বল) বর্ণনা। কারণ সানাদে 'আ'মাশ মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন **(তাক্বরীবুত্ তাহযীব,** রাবী # ২৬৩০)। তিনি 'আন' শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুদাল্লিস রাবীর 'আন' দ্বারা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (১৩) ঃ আবু সাদেক রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قدم علينا أعرابى بعدما دفنا رسول الله ﷺ بثلاثة أيام فرمى بنفسه ألى قبر النبى ﷺ وحثى على رأسه من ترابه، وَقال: يا رسول الله قلت فسمعنا قولك، وعينا عن الله عز وجل فما وعينا عنك، وكان فيما انزل الله عز وجل عليك: وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لى فنودى من القبر أنه قد غفرلك.

একজন আরব লোক রসূলল্লহ ﷺ এর দাফনের তিন দিন পর নিজেকে তাঁর ক্ববরের উপর ফেলে দিয়ে তার ধুলো মাটি নিয়ে নিজের মাথায় ঢালছিল আর বলছিলঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনার বাণী শুনেছি, আমরা আপনার কাছে চাচ্ছি আর আপনি আল্লাহর কাছে চান। যে আয়াত আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, “যদি আমার কোন বান্দা নিজের উপর যুলুম অত্যাচার করে, তারা তোমার কাছে আসবে তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনও তাদের তাওবা কবুল করবেন”, আমি নিজের উপর যুলুম করেছি, এখন এসেছি যাতে আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত ও ক্ষমা কামনা করেন; অতঃপর নাবী ﷺ এর ক্ববর থেকে আওয়াজ এলো যে, তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। **-তাফসীরে কুরতুবি,** সূরাহ নিসার ৬৪ নং আয়াতের তাফসীর, **আস্-সারিমুল মুনকি** (মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল হাদি রহ.), পৃষ্ঠা-৩২১।

এই হাদিস হতে আমরা বুঝতে পারি যে,

ক) আরব লোকটি নাবী ﷺ এর ক্ববরে গিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ না করে রসূলুল্লহ্ ﷺএর কাছে দুআ করেছিল। এ থেকে প্রমাণ হয় ক্ববরবাসীর কাছে দু'আ করা জায়েজ।

খ) ক্ববরবাসীর কাছে দু'আ করার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন। যা থেকে প্রমাণ হয়, আল্লাহ ক্ববরবাসীর নিকট দু'আ করাকে বৈধতা দিয়েছেন।

গ) আলী ﵁ এই কাজের বিরোধীতা করেননি। যা প্রমাণ করে, আলী ﵁ ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে ক্ববরবাসীর কাছে দু'আ করাকে জায়েজ মনে করতেন।

তাই আমরা মাযারসমূহে গিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ না করে ক্ববরবাসী-মাযারওয়ালার কাছে দুআ করতে পারব।

উত্তর ঃ হাদিসটি জাল। কারণ হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল হায়সামুত ত্বয়ী। তিনি বর্ণনা করেছেন তার পিতা মুহাম্মাদ থেকে, আর মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন তার পিতা থেকে যার নাম হায়সামু বিন আদী ত্বয়ী। আর এই ব্যক্তি মিথ্যুক (মীযানুল ঈ'তিদাল, রাবী # ৯৩১৯)।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে না সম্পর্কে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (১৪) ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"তোমার রবের ইবাদাত করতে থাকো যতক্ষণ না তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) আসে।" -সূরাহ হিজর (১৫), ৯৯

এ আয়াত বলছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লহ্ ﷺ এর প্রতি ইয়াকীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) না আসা পর্যন্ত ইবাদাত করতে হবে। তার মানে বুঝা গেল, ইয়াকীন চলে আসলে আর ইবাদাত করা লাগবে না। আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত মাকামে প্রবেশ করলে পীর-আওলিয়াদের ইয়াকীন অর্জিত হয়, বিধায় তাদের ইবাদাত করা লাগে না।

উত্তর ঃ নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের এমন উদ্ভট বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন তাফসীর থেকে রক্ষা করুন। মুহাম্মাদ ﷺ এবং স্বহাবীগণের ইয়াকীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) অবশ্যই ছিল তারপরও তাঁরা আল্লাহর ইবাদাত ছাড়লেন না কেন? তাঁরা কি আয়াতটি বুঝেননি? মূলতঃ এখানে আরবী শব্দ **"ইয়াকীন"** এর

উদ্দেশ্য হচ্ছে **'মৃত্যু'** (আল মু'জামুল ওয়াসীত)। ইয়াকীন শব্দটি রসূল ﷺ ও মৃত্যু অর্থে ব্যবহার করেছেন। উসমান ইবনু মায'উন ﷺ মৃত্যুবরণ করলে রসূলুল্লহ ﷺ তাঁকে দেখতে গিয়ে বলেন,

...أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ...

...নিশ্চয়ই তাঁর **ইয়াকীন (মৃত্যু)** এসেছে এবং আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য কল্যাণ কামনা করি...। **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৩, জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির নিকট গমন করা, হাদিস # ১২৪৩

তাই আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"তোমার রবের ইবাদাত করতে থাকো যতক্ষণ না তোমাদের **মৃত্যু (ইয়াকীন)** আসে" -সূরাহ হিজর (১৫), ৯৯

আর এজন্যই আমাদের নাবী ﷺ ও স্বহাবীগণ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদাত করে গেছেন।

কতিপয় পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মুহাম্মাদ ﷺ এঁর শারী'আহ্ মানতে বাধ্য নয় সম্পর্কিত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (১৫) ঃ মুসা ﷺ এর সময় খিজির ﷺ যেভাবে মুসা ﷺ এঁর শারী'আহ্'র অনুসরণ করেননি। ঠিক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক পর্যায়ের উচ্চস্তরের পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মুহাম্মাদ ﷺ এঁর শারী'আহ্ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন। অর্থাৎ পীর বা ওয়ালী আওলিয়ারা এই শারীয়াহ'র বিধানাবলী মানতে বাধ্য নন।

উত্তর ঃ নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্ আমাদেরকে এই বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা থেকে রক্ষা করুন। মুসা ﷺ সমগ্র মানবজাতির নাবী-রসূল ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন শুধুমাত্র বানী ইসরাঈল জাতির নাবী ও রসূল।

যে কারণে খিজির ﷺ মূসা ﷺ এর শারী'আহ্'র অনুসরণে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ তো সমগ্র মানবজাতির নাবী-রসূল।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا...

"বল; হে মানবজাতি ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্'র রসূল..." -সূরাহ্ আ'রফ (৭), ১৫৮

এ কারণেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্ ﷺএঁর শারী'আহ্ থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবেনা বা বেরিয়ে যাবার অধিকার রাখে না।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাজদাহ্ সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (১৬) ঃ আল্লাহ্ মালাইকাহ্'দের (ফেরেশতাদের) দিয়ে আদাম عليه السلام কে সাজদাহ্ করিয়েছিলেন। ইউসুফ عليه السلام এর ভাইরা এবং তাঁর বাবা ইয়াকুব عليه السلام ইউসুফ عليه السلام কে সাজদাহ্ করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকেও সম্মানের সাজদাহ্ করা যায়।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সম্মানের সাজদাহ্ করা আগের নাবীদের শারী'আয় বৈধ ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্ ﷺএর শারী'আতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সম্মানের সাজদাহ্ করা হারাম। একারণে রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন। আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

...وَلَايُصْلِحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدُ لِبَشَرٍ...

"...কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে সাজদাহ্ করা বৈধ নয়..." -মুসনাদ আহমাদ, স্বহীহ্, হাদিস # ১২৫৫১।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাতের জন্য সম্মানের সাজদাহ্ বৈধ নয়। এ কারণে কোনো পীর, ওয়ালী-আওলিয়া বা মৃত ব্যক্তির ক্ববরে সাজদাহ্ দেয়া হারাম।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াগণ 'নিজ ক্ষমতাবলে' আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করতে পারবে মর্মে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (১৭) ঃ "আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ.

আমার উম্মাতের এমনও ব্যক্তি আছে যে বহু লোকের জন্য সুপারিশ করবে, এমনও ব্যক্তি আছে যে, কোন ক্বিলার (একটি গোত্রের) জন্য সুপারিশ করবে। এমনও ব্যক্তি আছে যে কিছু সংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে, এমনও ব্যক্তি আছে যে এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে। শেষ পর্যন্ত এই সুপারিশে তারা জান্নাতে দাখিল হবে। **-তিরমিযী,** অধ্যায় ঃ ৩৫, কিয়ামতের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ ঃ ১২, হাদিস # ২৪৪০।

উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি চাইলে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে মানুষকে জান্নাতে নিতে পারে। পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াগণও মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে। **এটাই হচ্ছে হাশরের ময়দানে আল্লাহর ওয়ালীদের ক্ষমতা।**

উত্তর ঃ উপরোক্ত হাদিসটি যঈফ। হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আতিয়া বিন সা'দ আওফী। যিনি মুদাল্লিস এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী **(তাহযিবুল কামাল, রাবী # ৩৯৫৬)**।

অতএব, এ হাদিসটি দ্বারা পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা 'নিজ ক্ষমতায়' সুপারিশ করে কাউকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে মর্মে বিশ্বাসটি ভুল।

কদমবুচি (পায়ে চুমু) দেয়া সম্পর্কে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (১৮) ঃ "যারঈ ﷺ যিনি আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন, তিনি বলেন,

لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرِجْلَهُ

আমরা মাদিনায় এসে আমাদের বাহন হতে দ্রুত নেমে এসে রসূলুল্লহ ﷺ এঁর হাতে ও পায়ে চুমু দিলাম।" **-আবু দাউদ,** অধ্যায় ঃ ৩৬, শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৪, পায়ে চুমু দেয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৫২২৫, **আল-আদাবুল মুফরদ** (ইমাম বুখারী), অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪৩, পায়ে চুমু দেয়া, হাদিস # ৯৮৯, **আল মু'জামুল আওসাত** (ইমাম ত্বারানী রহ.), হাদিস # ৪১৮, **দালাইলুন**

নবুওওয়াহ (ইমাম বায়হাক্বী), আল মু'জামুল কাবীর (ইমাম ত্বারানী রহ.), হাদিস # ৫৩১৩, শু'আবুল ঈমান (ইমাম বায়হাক্বী), হাদিস # ৮৯৬৬ (হাদিসটি আবু দাউদের বর্ণনা)।

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, পীর-বুজুর্গদের পায়ে চুমু দেয়া জায়েয।

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ সানাদের রাবী (বর্ণনাকারী) উম্মু আবান মাজহুল (অজ্ঞাত)। অতএব, হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (১৯) ঃ "স্বফওয়ান বিন আস্‌সাল ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ قَوْمًا مِّنَ الْيَهُوْدِ قَبَّلُوْا يَدَ النَّبِيِّ وَرِجْلَيْهِ

একদল ইয়াহুদি নাবী ﷺ এঁর হাতে এবং পায়ে চুমু দিয়েছিলো।" -তিরমিযী, অধ্যায় ঃ ৪০, অনুমতি প্রার্থনা, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, হাতে ও পায়ে চুমু দেয়া, হাদিস # ২৭৩৩, ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ ৩৩, শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত চুমু দেয়া, হাদিস # ৩৭০৫, মুস্বন্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ্, অধ্যায় ঃ ১৯, শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০, সালাম বিনিময়ের সময় হাতে ও পায়ে চুমু দেয়া, হাদিস # ২৬৭৩১ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এ হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায়, সম্মানিত বা বুজুর্গ ব্যক্তিদেরকে পায়ে চুমু দেয়া যায়।

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ সকল সানাদে আব্দুল্লাহ্ বিন সালামাহ্ যঈফ (দুর্বল) রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে (তাহ্‌যিবুত্-তাহ্‌যিব, রাবী # ৩৮৪৩)। আর ইমাম বায়হাক্বী রহ. বলেছেন, তার শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো (মা'আরিফাতুস্ সুনান ওয়াল-আসার, হাদিস # ১৬৮৭)। আর তিনি হাদিসটি স্মৃতিশক্তি লোপ পাবার পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন কি'না তা জানা যায় না। অতএব, হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (২০) ঃ বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

فَقَالَ الْأَعْرَبِيُّ : ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ قَالَ : "لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا"

"...বেদুঈন বললো "আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনাকে সাজদাহ করবো" তিনি বললেন, "আমি যদি কাউকে সাজদাহ করার হুকুম দিতাম তাহলে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে।" বেদুঈন লোকটি বলল "তাহলে আমাকে আপনার হাত ও পা চুম্বন করার অনুমতি দিন" তিনি

(রসূলুল্লহ ﷺ) তাকে অনুমতি দিলেন।" -আশ-শিফা (কাজী আয়াজ রহ.) পৃষ্ঠা নং-৪২১, দালাইলুন নবুওওয়াহ (ইমাম আবু নুয়াইম রহ.), হাদিস # ২৯১।

উত্তর ঃ হাদিসটি আশ-শিফা কিতাবে সানাদবিহীন ভাবে এসেছে। মূল সানাদ রয়েছে ইমাম আবু নুয়াইম রহ. এর দালাইলুন নবুওওয়াহ কিতাবে। হাদিসটির সানাদ খুবই দুর্বল, বরং জাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই হাদিসের প্রথম রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আমর মাজহুল, দ্বিতীয় রাবী মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ মুনকারুল হাদিস (মীযানুল ঈ'তিদ্বাল, রাবী # ৫৯৬৯), তৃতীয় রাবী ইসমাইল বিন আমর বাজালী যঈফ (তাহ্যিবুত্-তাহ্যিব, রাবী # ৫৮২), পঞ্চম রাবী মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবী শাইবাহ মিথ্যুক (মীযানুল ঈ'তিদ্বাল, রাবী # ৭৯৪০), সপ্তম রাবী হাব্বান বিন আলী যঈফ (তাহ্যিবুল কামাল, রাবী # ১০৭১), অষ্টম রাবী সালেহ বিন হাইয়ান যঈফ (তাহ্যিবুল কামাল, রাবী # ২৮০২)। সুতরাং হাদিসটি দিয়ে দালিল দেওয়া কোনভাবেই উচিত হয়নি।

প্রশ্ন (২১) ঃ রসূলুল্লহ ﷺ বলেন,

مَنْ قَبَّلَ رِجْلَ أُمِّهِ فَكَأَمَا قَبَّلَ عُتْبَةَ الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি তার মায়ের পা চুম্বন করল সে যেন জান্নাতের চৌকাঠে চুমু খেলো।"
-আল-মাবসুত (ইমাম সারাখছি রহ.), খন্ড-১০, পৃষ্ঠা: ১৪৯।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, সম্মানের সাথে কারো পায়ে চুমু দেয়া বৈধ।

উত্তর ঃ আল মাবসুত কিতাবে এই হাদিসটি সানাদবিহীন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর গ্রহণযোগ্য সানাদ না পাওয়া পর্যন্ত হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (২২) ঃ "সুহাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ

আমি আলী ﷺ কে দেখেছি আব্বাস ﷺ এঁর হাতে ও পায়ে চুমু দিতে।"
-আদাবুল মুফরদ (ইমাম বুখারী), অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪৩, পায়ে চুমু দেয়া, হাদিস # ৯৯০।

এ হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের পায়ে চুমু দেয়া যায়।

উত্তর ঃ এ হাদিসটি যঈফ। কারণ সানাদে আব্বাস ﷺ এঁর গোলাম সুহাইব রয়েছে। আর সে হাদিসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না'কি অগ্রহণযোগ্য কিছুই জানা যায় না। অর্থাৎ তিনি মাজহুল। অতএব, হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়। (উল্লেখ্য ইবনু আব্বাস রা. এর গোলাম সুহাইব সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)।

পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ারা মৃত্যুবরণ করে না মর্মে সংশয়মুলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (২৩) ঃ আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِى قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

নাবীগণ ক্বরে জীবিত, তাঁরা (ক্বরে) স্বলাত আদায় করেন। **-মুসনাদে আবু ইয়ালা মাওসুলী,** স্বহীহ, হাদিস # ৩৪২৫।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, নবীগণ জীবিত অর্থাৎ আমাদের নাবী হায়াতুন্নাবী। আর নাবীগণ যেহেতু জীবিত, সেহেতু বুঝে নিতে হবে ওয়ালী-আওলিয়াগণও জীবিত।

উত্তর ঃ আপনার ব্যাখ্যায় কিছুটা ভুল রয়েছে। নাবীগণকে হায়াতুন্নাবী বলা যাবে না। কারণ হায়াতুন্নাবী মানে জীবিত নাবী। আর জীবিত কথাটা শুধুমাত্র ইহকালীন জীবনের ক্ষেত্রে খাটে। এ কারণে রসূলুল্লহ্ ﷺ "ক্বরে জীবিত" বলে ইহকালীন জীবন থেকে আলাদা করেছেন। তাই আমাদের বলা উচিত, হায়াতুন্নাবী ফিল বারযাখ বা নবীগণ ক্বরে জীবিত।

আর এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন যে, ক্বরে কাফির-মু'মিন সবাই জীবিত। কারণ কাফিরদের ক্বরে শাস্তি হচ্ছে। এছাড়াও আরো একটি হাদিস লক্ষ্য করুন, আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَا حْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِى وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَاوَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ.

মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা যখন কাঁধে বহন করে নিয়ে যায় তখন

সে নেককার হলে বলতে থাকে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আর সে নেককার না হলে বলতে থাকে হায় আফসোস! এটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ ব্যতিত সব কিছুই তার এ আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনতে পেলে অবশ্যই বেহুঁশ হয়ে যেত। -বুখারী, অধ্যায় ঃ ২৩, জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ খাটিয়ায় থাকার সময় মৃত ব্যক্তির উক্তি ঃ আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, হাদিস # ১৩১৬।

এ হাদিস স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, মৃত্যুর পর কাফিররাও জীবিত। তাহলে কি এখন বলবেন, হায়াতুন কাফির? বরং বলতে পারেন হায়াতুন কাফির ফিল বারযাখ অর্থাৎ কাফিররা বারযাখের জীবনে জীবিত। এখন আপনারা চিন্তা করুন, ক্বরে জীবিত থাকা কি বিশেষ কোন বিষয়? কারণ কাফির-মু'মিন সবাই ক্বরে জীবিত! তাই রসূলুল্লহ্ ﷺ কে হায়াতুন্নাবী বললে বিশেষ কোন মর্যাদা বুঝায় না।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, সবাই যদি ক্বরের জীবনে জীবিত থাকে তাহলে বিশেষভাবে নাবীগণ ক্বরের জীবনে জীবিত বলে হাদিস বর্ণিত হলো কেনো ? এর জবাবে বলবো যে, হাদিসে নাবীগণ জীবিত উল্লেখ করে বিশেষ কিছু বুঝানো হয়নি বলেই পরের অংশে বিশেষ কিছু আলাদাভাবে বলা হয়েছে যে, 'নাবীগণ ক্বরে স্বলাত আদায় করেন' যা কি'না ক্বরবাসীদের সবাই করে না। আর এটিই হলো বিশেষ ব্যাপার।

বরঞ্চ যারা মুখে হায়াতুন্নাবী বলে নাবী ﷺ কে জীবিত নাবী বলে প্রচার করে আর "হায়াতুন্নাবী ফিল বারযাখ" তথা "নাবী ﷺ বারযাখের জীবনে জীবিত" কথাটিকে গোপন করে, তাদের উদ্দেশ্য প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ তারা মূলতঃ হায়াতুন্নাবী বলে এটাই বুঝাতে চায় যে, **"মুহাম্মাদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি মহান আল্লাহ্'র মতোই অমর"** (নাউজুবিল্লাহ) যা কি'না একটি শিরকী আক্বিদাহ। কারণ তারা আল্লাহর খাস্ গুণকে সকল নাবী عليه السلام এঁর জন্য নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ আমাদের সত্য গ্রহণের তাওফিক দান করুন।

প্রশ্ন (২৪) ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

"আল্লাহ্'র পথে যারা মারা যায় তোমরা তাঁদেরকে মৃত বলো না। বরং তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।" -সূরাহ বাক্বরহ্ (২), ১৫৪

এ আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, পীর বা ওয়ালী-আওলীয়ারা মারা যায় না।

উত্তর ঃ আপনার অনুবাদটি ভুল, আর সঠিক অনুবাদটি হবে "যাদেরকে আল্লাহ্'র পথে মারা হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না" অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাস্তায় মারা হয় মানে যারা শহীদ হন তাঁদের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। কিন্তু আপনারাতো সকল পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের যারা সাধারণভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যা কি'না আপনাদের একটি মারাত্মক ভুল। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

কবরবাসীরা শুনতে পারে মর্মে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (২৫) ঃ

قَالَ سَمِعْتُ مَنْ يَّذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شَابٌ مُتَعَبِّدٌ قَدْ لَزِمَ الْمَسْجِدَ، وَكَانَ عَمَرُ بِهِ مُعْجَبً، وَكَانَ لَهُ أَبٌ شَيْخٌ كَبِيْرٌ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ انْصَرَفَ إِلَى أَبِيهِ، وَكَانَ طَرِيْقُهُ عَلَى بَابِ امْرَأَةٍ، فَافْتَتِنَتْ بِهِ، فَكَانَتْ تَنْصِبُ نَفْسَهَا لَهُ عَلَى طَرِيْقِهِ فَمَرَّ بِهَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا زَالَتْ تُغْوِيْهِ حَتَّى تَبِعَهَا، فَلَمَّا أَتَى الْبَابَ دَخَلَتْ، وَذَهَبَ يَدْخُلُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَجُلِّيَ عَنْهُ. وَمَثُلَتْ هَذِهِ الْآيَنةُ عَلَى لِسَانِهِ: إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ سُورَةُ الْأَعْرَاف أية ٢٠١، قَالَ، فَحَرَّ الْفَتَى مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَدَعَا بَعْضَ أَهْلِهِ فَحَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوْهُ، فَمَا أَفَاقَ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيَّ، مَالَكَ؟ قَالَ: خَيْرٌ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْئَلُكَ، قَالَ: فَأَخْبَرَ بِالْأَمْرِ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَأَيُّ أيةٍ فَرَأْتَ؟ فَقَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي كَانَ فَرَأَ، فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَخَرَّكُوهُ فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ، فَغَسَّلُوهُ وَأَخْرَجُوْه وَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَمَرَ ـ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَجَاءَ عُمَر إِلَى أَبِيْهِ فَعَزَّاهُ بِهِ، وَقَالَ: أَلَا أَذَنْتَنِي؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَانَ اللَّيْلُ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَأَذْهَبُوا بِنَا إِلَى قَبْرِهِ، قَالَ: فَأَتَى عَمَرُ وَمَنْ مَعَهُ الْقَبْرَ، فَقَالَ عَمَرُ:

يَا فُلَنَ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورة الرحمن اية ٤٦، فَأَجَابَهُ الْفَتَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرَ: يَا عُمَرُ، قَدْ أَعطَانِيْنِهِمَا رَبِّيْ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيْ الْجَنَّةِ مَرَّتِيْنِ.

"এক তরুণ বয়সী ব্যক্তি স্বলাত আদায় করতে নিয়মিত মাস্‌জিদে আসতেন। একদিন এক নারী তাঁকে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করে। তিনি যখন ওই নারীর ঘরে ছিলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন কুরআনের আয়াত, 'নিশ্চয় ওই সব মানুষ যারা তাকওয়ার অধিকারী হন, যখন-ই তাদেরকে কোনো শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যান।" -সূরাহ্ আ'রফ (৭), ২০১

তৎক্ষণাৎ তার চোখ খুলে যায়। অতঃপর তিনি মূর্ছা যান এবং আল্লাহর ভয়ে ইন্তেকাল করেন। মানুষেরা তাঁর জানাযার স্বলাত আদায় করেন এবং তাঁকে দাফনও করেন। ওমার ﵁ এমতাবস্থায় একদিন জিজ্ঞেস করেন, নিয়মিত মাস্‌জিদে স্বলাত আদায়ের জন্য আগমনকারী ওই তরুণ কোথায়? লোকেরা জবাব দেন, তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং আমরা তাঁকে দাফন করেছি। এ কথা শুনে ওমার ﵁ ওই তরুণের ক্বরে যান এবং তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে নিম্নের কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

"যে ব্যক্তি নিজ রবের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেন, তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।" -সূরাহ্ আর-রহমান (৫৫), ৪৬

ওই তরুণ নিজ ক্বর থেকে জবাব দেন, হে ওমার, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে দু'টি জান্নাত দান করেছেন'।" **-তারিখে ইবনে আসাকির,** খণ্ড # ৪৫, পৃষ্ঠা # ৪৫০, **তাফসীর ইবনে কাসীর,** সূরাহ্ আ'রফের ২০১ নং আয়াতের তাফসীর।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে,
১. পৃথিবীবাসীর কথা কবরে শায়িত ব্যক্তি শুনতে পায়
২. ক্বরবাসী ক্বর থেকে উত্তরও দিতে পারে
৩. ক্বরবাসীর কথা আল্লাহ্‌ওয়ালা পীর-বুজুর্গ-ওয়ালীরাও শুনতে পারে।

সুতরাং যারা সূরাহ্ ফাতিরের ২২নং আয়াত অনুযায়ী বলে যে, ক্বরবাসী শুনে না- তারা ভুল বলে।

উত্তর ঃ আপনার সমস্ত বক্তব্য ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ আয়াতটি সরাসরি সূরা ফাতিরের ২২ নং আয়াতের বিপরীত। আর দ্বিতীয়তঃ হাদিসটি

যঈফ (দুর্বল) হওয়ার কারণে দালিল হিসেবে অগ্রহণযোগ্য। হাদিসটি ৩টি কারণে যঈফ।

১. হাদিসটিতে বর্ণিত 'ঘটনার' বর্ণনাকারী মাজহুল (অজ্ঞাত)
২. সানাদের রাবী আমর বিন জামিঈ মাজহুল (অজ্ঞাত)
৩. সানাদের আরো একজন রাবী ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ুব আল খযাঈ মাজহুল।

হাদিসটি ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) রচিত শুয়াবুল ঈমান কিতাবেও রয়েছে। ঐ হাদিসটিও মুনকাতি (সানাদ বিচ্ছিন্ন) হওয়ার কারণে যঈফ। কারণ হাসান বসরী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ওমার ﵁ হতে। আর হাসান বসরী রহ. ওমার ﵁ কে পান নাই। অতএব হাদিসটি যঈফ। এছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে শু'আবুল ঈমান কিতাবের হাদিসটিতে ক্বর থেকে যুবকের কথা বলার ব্যাপারে কিছুই বলা নেই। শুধু এটুকুই রয়েছে যে, ওমার ﵁ বলেছেন, তোমার জন্য দুটি জান্নাত, তোমার জন্য দু'টি জান্নাত। অতএব, উপরোক্ত দালিল এবং ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (২৬) ঃ আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত,

قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتُوُلِّىَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ...

"নাবী ﷺ বলেছেনঃ বান্দাকে যখন তার ক্বরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায়, তখন সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়...।"

-বুখারী, অধ্যায় ঃ ২৩, জানাযা, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, মৃত ব্যক্তি জুতার আওয়াজ শুনতে পায়, হাদিস # ১৩৩৮।

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, ক্বরবাসী পৃথিবীবাসীর কথা শুনতে পায়।

উত্তর ঃ আপনার ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ তা কুরআন বিরোধী। কুরআনের আয়াতটি লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ...

"...যারা ক্বরে আছে, তুমি তাদের শোনাতে পারবে না।" -সূরাহ্ ফাতির (৩৫), ২২

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কোনোভাবেই কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের সাংঘর্ষিক ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং কুরআন এবং হাদিসের উভয়টির দাবি ঠিক রাখতে হলে ব্যাখ্যা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে কুরআনের দাবিটিও ঠিক থাকে এবং হাদিসের দাবিটিও ঠিক থাকে। আর কুরআনের আয়াতটি এবং

হাদিসটি সমন্বয় করতে হবে এভাবে যে, কবরস্থ ব্যক্তি তাকে দাফন করার পরের কিছু সময় শুধু জুতার শব্দ শুনতে পায়। এরপরে আর কিছুই শুনতে পায় না। এভাবে ব্যাখ্যা নিলে কুরআনের দাবিটিও ঠিক থাকে এবং হাদিসের দাবিটিও ঠিক থাকে।

প্রশ্ন (২৭) ঃ বদর যুদ্ধে যে সকল কাফির নিহত হয়েছিলো তাদের উদ্দেশ্য করে রসূলুল্লহ ﷺ বলেছিলেন,

...فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ : فَقَالَ : عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا اَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ...

"...আমাদের রব; আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমরাতো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছো কি ? বর্ণনাকারী বলেন, ওমার ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্'র রসূল ﷺ আপনি মৃত দেহগুলির সাথে কি কথা বলছেন ? নাবী ﷺ বললেন, ঐ মহান সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তারা শুনছে..."

-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৬৪, কিতাবুল মাগাযি, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, আবু জাহলের হত্যা, হাদিস # ৩৯৭৬।

এ হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তিরা জীবিত লোকদের কথা শুনতে পায়।

উত্তর ঃ আপনার ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ, হাদিসে মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পাচ্ছে এ অনুবাদটি সঠিক হবে না। বরং এর সঠিক অনুবাদটি হবে রসূলুল্লহ্ ﷺ যা বলেছেন মৃত ব্যক্তিরা এখন বুঝতে পারছে মৃত্যুর পরে আযাব শুরু হবার কারণে। এখানে আরবী শব্দ "সামি'আ" যার একটি অর্থ হলো বুঝতে পারা (মু'জামুল ওয়াফী, আল-মুনীর)। আর ঠিক একই অনুবাদ করেছেন মা আইশাহ্ ﷺ। এবার মা আইশাহ্ ﷺ এর ব্যাখ্যাটি লক্ষ্য করুন-

ইবনু ওমার ﷺ থেকে বর্ণিত,

...إِنَّهُمُ الْاٰنَ يَسْمَعُوْنَ مَا أَقُوْلُ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّهُمُ الْاٰنَ لَايَعْلَمُوْنَ أَنَّ الَّذِىْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ...

"...আইশাহ্ ﷺ বলেছেন, নাবী ﷺ যা বলেছেন তার অর্থ হলো এখন তারা বুঝতে পারছে আমি তাদের যা বলেছিলাম তা সঠিক ছিল..." -বুখারী, অধ্যায় ঃ ৬৪, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, আবু জাহেলের হত্যা, হাদিস # ৩৯৮০ ও ৩৯৮১।

প্রশ্ন (২৮) ঃ আবু হুরইরহ্ ﷺ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، ومَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا مِنْهُ أُبْلِغَتُهُ.

"যে আমার কবরের পাশে আমার উপর সালাত পেশ করে আমি তা শুনি এবং যে দূরে থেকে আমার উপর দুরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়।"

-কিতাবুস্-সাওয়াব (ইমাম আবু হাইয়ান ইবনু আবিশ শায়খ আসবাহানী)

উপরোক্ত হাদিস অনুযায়ী প্রমাণিত হয় পৃথিবীবাসীর কথা ওয়ালীরা শুনতে পারে।

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ সানাদে আব্দুর রহমান বিন আহমাদ আল আ'রজ, তিনি মাজহুল। তাকে উল্লেখ করা হয়েছে **তারিখে আসবাহান,** রাবী # ১১৩৭ এবং **তাবাকাত আল মুহাদ্দিসিন** (৪/৪৬৪) কিতাবে। কিন্তু হাদিস শাস্ত্রে তিনি গ্রহণযোগ্য নাকি গ্রহণযোগ্য নন, তা উল্লেখ করা হয়নি। তার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কোন বক্তব্য পাইনি।

এই হাদিসটির অন্যান্য যতগুলো কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোতেই আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান মিথ্যুক **(তাহযিবুল কামাল,** রাবী # ৫৫৯৭)

প্রশ্ন (২৯) ঃ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ، كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

"রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন লোক তার ভাইয়ের ক্বরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে যাকে সে দুনিয়ায় চিনতো তখন যদি সে তাকে সালাম দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি (ক্বরবাসী) তার সালামের উত্তর দেয়।" **-ইসতিজকার (ইবনু আব্দুল বার),** হাদিস # ১৮৫৮

উত্তর ঃ হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সানাদে ফাতিমাহ বিনতু রইয়ান এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়না, বিধায় তিনি মাজহুল (অপরিচিত)। আর মাজহুল রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

একই অর্থে আবু হুরইরহ্ ﷺ থেকে আরো একটি হাদিস রয়েছে যেটি বর্ণিত

হয়েছে ইমাম যাহাবীর তাজকিরাতুল হুফফাজ, ইবনুল জাওযী রহ. এর আল ইলাল, ইমাম যাহাবী রহ. এর সিয়ারু আ'লাম আন নুবলাহ, খতিব বাগদাদী রহ. এর তারীখে বাগদাদ, ইবনু হিব্বান রহ. এর আল মাজরুহিনসহ আরও কিছু গ্রন্থে।

এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসটির সবগুলোর সানাদে রয়েছে আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম, যিনি তার পিতার সূত্রে হাদিস জাল করতো (তাহযিবুল কামাল, রাবী # ৩৮২০, তাহযিবুত্-তাহযিব, রাবী # ৪৪৪৮)।

এছাড়া কিছু কিছু বর্ণনায় আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলামের পিতা যায়েদ বিন আসলাম আবু হুরইরহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যায়েদ বিন আসলাম আবু হুরইরহ্ ﷺ থেকে শুনেননি (তাহযিবুল কামাল, রাবী # ২০৮৮)। তাই হাদিসটি মুনকাতি (সানাদ বিচ্ছিন্ন) হওয়ার কারণেও গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব আপনার উল্লিখিত দালিল ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

কাউকে 'রসূলের বান্দা' বলা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (২৯) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"(হে নাবী) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহ্মাত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -সূরাহ্ যুমার (৩৯), ৫৩

এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, নাবী ﷺ যেনো তাঁর উম্মাতকে "আমার বান্দা বলে সম্বোধন করেন। যা থেকে বুঝা যায় আমরা সবাই নাবী বা রসূলুল্লহ্ ﷺ এঁর বান্দা।

উত্তর ঃ এ ব্যাখাটি মারাত্মক একটি ভুল ব্যাখ্যা। কারণ অন্য আয়াতে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোনো নাবীই তাঁর উম্মাতকে নিজের বান্দা বলবেন না। এ সম্পর্কিত আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ...

"কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও'-এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও..." -সূরাহ্ আলি ইমরান (৩), ৭৯

উভয় আয়াতের মাঝে সমন্বয় করতে হলে ধরে নিতে হবে "হে আমার বান্দারা" সম্বোধনটি মূলতঃ আল্লাহ্'র। তখন আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে-

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"(হে নাবী) বলুন, (আল্লাহ্ বলেন) হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহ্মাত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -সূরাহ্ যুমার (৩৯), ৫৩

প্রশ্ন (৩০) ঃ ওমার ﵁ মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ্ দিতে গিয়ে বলেছিলেন-

كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ...

"আমি রসূলুল্লহ্ ﷺ এর সাথে ছিলাম, তখন আমি তাঁর বান্দা ও খাদেম ছিলাম...." । -মুস্তাদরাক আল হাকিম, হাদিস # ৪৩৪ ।

অতএব, বুঝা গেলো যে, স্বহাবিগণও নিজেদেরকে রসূলুল্লহ্ ﷺ এর বান্দা বলে বিশ্বাস করতেন। তাই আমরাও নিজেদেরকে রসূলুল্লহ্ ﷺ এঁর বান্দা বলবো।

উত্তর ঃ হাদিসটির সানাদ যঈফ। কারণ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সাঈদ বিন মুসায়েব রহ. সূত্রে। আর সাঈদ বিন মুসায়েব রহ. ওমার ﵁ এর যুগ পাননি। ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন বলেন, সাঈদ বিন মুসায়েব ওমার ﵁ কে দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনেননি। কারণ তখন তিনি ছোট ছিলেন (তাহযিবুত তাহযিব, রাবী # ২৩৫৮) ।

ঘুমের মধ্যে আল্লাহ্'র সাথে কথা বলা সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (৩১) ঃ ওবাদাহ্ বিন স্বমিত ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন,

رُؤْيَا الْمُؤْمِنُ كَلامٍ يُكَلِّمُ بِهِ الْعَبْدَ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَنَامِ.

"মু'মিন বান্দা ঘুমের মধ্যে তাঁর রবের সাথে কথা বলার মাধ্যমে তাঁকে দেখে।"
-আস্-সুন্নাহ্ (ইমাম ইবনু আবী আস্বীম), হাদিস # ৩৯২ ও ৩৯৩, আমালী (ইমাম আবী নাস্বর আল-গযী), হাদিস # ১।

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ আস্-সুন্নাহ্ গ্রন্থের প্রথম হাদিসের সানাদে যুনাইদ বিন মাইমুন আবি আবদিল হামিদ একজন মাজহুল রাবী। দ্বিতীয় হাদিসের সানাদে ইসমাঈল বিন আইয়াশের ইখতিলাত (স্মৃতিশক্তি বিভ্রাট) হয়েছিলো। সে হাদিসটি ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন নাকি পরে বর্ণনা করেছিলেন তা জানা যায় না। তাই এই সানাদটিও গ্রহণযোগ্য নয়। আমালী গ্রন্থের সানাদে আবু নাস্বর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ নামের একজন মাজহুল রাবী রয়েছেন।

অতএব, এ হাদিসটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ওয়াসিলাহ্ সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন (৩২) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ...

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্'কে ভয় করো এবং তাঁর (আল্লাহ্'র) ওয়াসিলাহ্ অনুসন্ধান করো..." -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৩৫

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্'কে পাওয়ার জন্য ওয়াসিলাহ্ ধরতে। তাই পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদেরকে ওয়াসিলাহ্ হিসেবে ধরতে হবে।

উত্তর ঃ এ ব্যাখাটি মনগড়া। কারণ, আয়াতে ওয়াসিলাহ্ ধরতে বলা হয়েছে, কিন্তু পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদেরকে ওয়াসিলাহ্ ধরার কথা আপনি নিজে বানিয়ে বলেছেন। আমাদের জানা উচিত ওয়াসিলাহ্ কিভাবে ধরতে হয়। ওয়াসিলাহ্ প্রধানত তিনভাবে ধরা যায়।

ক) আল্লাহর নাম ও গুণের ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করা ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا...

"আল্লাহ্'র সুন্দর, সুন্দর নাম রয়েছে, কাজেই তোমরা তাঁকে ঐ নামসমূহ দ্বারা দু'আ করো..." -সূরাহ্ আ'রফ (৭), ১৮০

আইশাহ্ ﵂ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেন,

قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ...

"...তুমি বলো, হে আল্লাহ্ ! তুমি সম্মানিত, তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতেই ভালোবাসো। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।" -তিরমিযী, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪৫, কিতাবুদ্ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫, হাদিস # ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ্, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৪, কিতাবুদ্ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, ক্ষমা ও নিরাপত্তার দু'আ, হাদিস # ৩৮৫০ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

এভাবে আল্লাহ্'র গুণবাচক নামকে ওয়াসীলাহ্ করে দু'আ করতে হবে, কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলীয়াদের ওয়াসীলাহ্ করে নয়।

খ) নেক আমলের ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করা ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَا تَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

"হে আমাদের রব, তুমি যা নাযিল করেছো, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার রসূলের আনুগত্য করেছি। অতএব, (এর ওয়াসীলাহ'য়) আমাদের স্বাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।" -সূরাহ্ আলি ইমরান (৩), ৫৩

গ) দ্বীনদার ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করা ঃ

উসমান ইবনু হুনাইফ ﵁ থেকে বর্ণিত,

اَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ يُعَافِيَنِىْ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَاِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ ادْعُهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وَضُوْئَهُ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ «اَللّٰهُمَّ

اِنِّىْ اَسْأَلُكَ وَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّىْ فِى حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضَى اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ ».

“এক অন্ধ লোক নাবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন, আপনি আল্লাহ’র কাছে আমার জন্য দু‘আ করুন। তিনি যেন আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। তিনি ﷺ বলেন; তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দু‘আ করতে বিলম্ব করবো, আর তা হবে কল্যাণকর। আর তুমি চাইলে আমি দু‘আ করবো। তিনি ﷺ বললেন, দু‘আ করুন। তিনি তাকে উত্তমরূপে অযু করার পর দু’ রক‘আত স্বলাত পড়ে এ দু‘আ করতে বলেন,

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, রহমতের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ওয়াসিলাহ্ দিয়ে, আমি তোমার প্রতি নিবিষ্ট হলাম। (হে নাবী) আমি আপনাকে সাথে নিয়ে আমার রবের প্রতি মনোযোগী হলাম, যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে আল্লাহ্! আমার জন্য তাঁর সুপারিশ কবূল কর।” -সুনান ইবনে মাজাহ, স্বহীহ, অধ্যায়ঃ স্বলাত, অনুচ্ছেদঃ হাজতের স্বলাত প্রসঙ্গে, হাদিস # ১৩৮৫, তিরমিযী, সহীহ, অধ্যায় ঃ দুআ, হাদিস # ৩৫৭৮।

প্রিয় পাঠক হাদিসের শেষের অংশটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। রসূলুল্লহ্ ﷺ ঐ স্বহাবিকে দু’আ শিখিয়েছেন এভাবে যে, “আমার জন্য তাঁর (রসূলুল্লহ্ ﷺ এর) সুপারিশ অর্থাৎ দু’আ ক্ববুল করো।” যা থেকে বুঝা যায় রসূলুল্লহ্ ﷺ দ্বীনদার ব্যক্তির দু’আকে ওয়াসিলাহ্ করতে শিখিয়েছেন।

প্রশ্ন (৩৩) ঃ আমরা যখন কোনো মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর সাথে যদি দেখা করতে যাই তখন আমরা বিভিন্ন নেতা-নেত্রীকে মাধ্যম ধরি। ঠিক তেমনিভাবে আমরা অনেক গুনাহ্গার, তাই আমাদের দু’আ আল্লাহ্ সরাসরি কবুল করবেন না। এ জন্য পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের ওয়াসীলাহ্ করে দু’আ করতে হবে।

উত্তর ঃ এভাবে আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হওয়া কাফিরদের কাজ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

...وَلَا تَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط إِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

“...তোমরা আল্লাহর রহ্মাত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহ্মাত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।” -সূরাহ্ ইউসুফ (১২), ৮৭

কোনো ব্যক্তির ওয়াসিলাহ্ ছাড়াও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া-তা'য়ালা দু'আ কবুল করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ...

"অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো..." -সূরাহ্ বাক্বরহ (২), ১৫২

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ...

"তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো..."
-সূরাহ্ মু'মিন (৪০), ৬০

এ আয়াত দু'টো থেকে বুঝা যায় কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার কাছে না গিয়ে সরাসরি আল্লাহ্'র কাছে দু'আ করলেই আল্লাহ্ আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। তাহলে কোনো মাজারে, পীর বা ওয়ালী-আওলিয়ার কাছে যেয়ে দু'আ করার দরকার কি? সরাসরি আল্লাহ্'র কাছে দু'আ করলেইতো হয়। তাই মাজারের পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াকে ওয়াসীলাহ্ করে দু'আ করার কোনোই প্রয়োজন নাই।

এক ব্যক্তি একশত খুন করার পরও আল্লাহ্'র কাছে তাওবাহ্'র করার মাধ্যমে ক্ষমা পেয়েছেন। তাহলে আমরা কেনো অযথাই নিজে-নিজে ধারণা করে আল্লাহ্'র রহমাত থেকে নিরাশ হচ্ছি! এ সম্পর্কিত বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন,

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُم رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ : أَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رُجُلِ عَالِمِ فَقَالَ : أَنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسِ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. وَمَنْ يَّحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ أَلَى أَرْضِ كَذا وَكَذا فَأَنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰه فَاعْبُدِ

اللّٰهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ أَلَى أَرْضِكَ فَأَنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ أَلَى اللّٰهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَأَلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوْهُ فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى أَلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ.

"তোমাদের পূর্বে একজন লোক ছিলো। সে নিরানব্বই জনকে হত্যা করার পর জিজ্ঞাসা করল, এ পৃথিবীতে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কে ? তাকে এক ধর্মীয় পণ্ডিতের সন্ধান দেয়া হয় । সে তার কাছে এসে বলল যে, সে নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য কি তাওবাহ্'র সুযোগ আছে? ধর্মীয় পণ্ডিত বলল, না । তখন সে ধর্মীয় পণ্ডিতকেও হত্যা করে ফেলল । অতএব, সে ধর্মীয় পণ্ডিতের হত্যা করা মাধ্যমে একশ খুন পূর্ণ করল । তারপর সে আবার প্রশ্ন করল এ পৃথিবীতে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? তখন তাকে এক ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তির সন্ধান দেয়া হল । সে ধর্মীয় পণ্ডিতকে বলল যে, সে একশ জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তার জন্য কি তাওবাহ্'র সুযোগ আছে? ধর্মীয় পণ্ডিত বললেন, হ্যাঁ । কে বাঁধা হতে পারে এ ব্যক্তি ও তাওবাহ্'র মধ্যে? তুমি অমুক দেশে যাও । সেখানে কতিপয় লোক আল্লাহ্'র ইবাদাতে নিয়োজিত রয়েছেন । তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহ্'র ইবাদাতে মশগুল হয়ে যাও । নিজের দেশে আর কখনো ফিরে যেয়ো না। কেননা এ দেশটি বড়ই খারাপ দেশ। তারপর সে চলতে লাগল। এমন কি যখন সে অর্ধেক পথে পৌঁছলো তখন তার মৃত্যু এলো । এরপর রহমাতের মালাইকাহ্ (ফিরিশতা) ও আযাবের মালাইকাহ্'র (ফিরিশতার) মধ্যে তার সম্পর্কে মতবিরোধ লেগে গেল । রহমাতের মালাইকাহ্রা (ফিরিশতারা) বললেন, সে অন্তরের আবেগ নিয়ে আল্লাহ্'র দিকে তাওবাহ্'র জন্য ধাবিত হয়ে এসেছে । আর আযাবের মালাইকাহ্রা (ফিরিশতারা) বললেন, সে তো কখনো কোনো নেক আমল করেনি । এ সময় মানুষের সুরতে এক মালাইকাহ্ (ফিরিশতা) এলেন । তাঁরা তাঁকে তাঁদের মধ্যে মীমাংসাকারী নির্ধারণ করলেন । তিনি তাদের বললেন, তোমরা উভয় স্থান মেপে নাও । উভয় স্থানের মধ্যে যে স্থানের দিকে সে অধিক নিকটবর্তী হবে, তাকে সে স্থানেরই গণ্য করা হবে । তারপর তারা মাপলেন। তখন তাঁরা তাকে

উদ্দিষ্ট স্থানের অধিক নিকটবর্তী পেলেন । তখন রহমাতের মালাইকাহ্ (ফিরিশতা) তার রূহ্ কবজ করে নিলেন।” -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৪৯, তাওবাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, হত্যাকারীর তাওবাহ্ গ্রহণযোগ্য হবার বর্ণনা যদিও বহু লোককে হত্যা করে থাকে, হাদিস # ৪৬/২৭৬৬।

প্রশ্ন (৩৪) ঃ ইবলিস কোনো পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের ওয়াসিলাহ্ ছাড়া দু’আ করেছে। বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

“সে (ইবলিস) বলল, (হে আল্লাহ্!) তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত ছাড় দাও যেদিন এদের (আদাম সন্তানদের) পুনরায় জীবিত করা হবে।” -সূরাহ্ আ’রফ (৭), ১৪

সুতরাং যারা পীর বা ওয়ালী-আওলিয়াদের ওয়াসিলাহ্ ছাড়া দু’আ করে তারা শয়তানের অনুসারী।

উত্তর ঃ এ ব্যাখ্যাটি চরম বেয়াদবীমূলক ব্যাখ্যা। কারণ, বহু নাবী-রাসূলগণ কোনো ব্যক্তিকে ওয়াসিলাহ্ করা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্’ তায়ালার কাছে দু’আ করেছেন। তাহলে এখন আপনারা কি বলবেন নাবী-রসূলগণ عليه السلام শয়তানের অনুসারী (নাউযুবিল্লাহ্)? নিশ্চয়ই না। এ সংক্রান্ত বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন,

ক. আদাম ও হাওয়া عليه السلام সরাসরি আল্লাহ্’র কাছে কোনো ব্যক্তিকে ওয়াসীলাহ্ করা ছাড়াই দু’আ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

“তারা দু’জনই (আদাম ও হাওয়া) বলেছিলেন, হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি, অতএব তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো ও আমাদের প্রতি রহম না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।” -সূরাহ্ আ’রফ (৭), ২৩

খ. নূহ عليه السلام সরাসরি আল্লাহ্’র কাছে কোনো ব্যক্তিকে ওয়াসীলাহ্ করা ছাড়াই দু’আ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"সে (নূহ্) বলল, হে আমার রব। আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, তুমি আমার এবং তাদের মাঝে একটি ফায়সালা করে দাও এবং আমার সাথে যেসকল ঈমানদার রয়েছে তাদের এদের থেকে উদ্ধার করো।"
-সূরাহ্ শুয়ারা (২৬), ১১৭ ও ১১৮

গ. ইউসুফ عليه السلام ঘ. মূসা عليه السلام ঙ. ইউনুস عليه السلام চ. যাকারিয়া عليه السلام সরাসরি আল্লাহ্'র কাছে কোনো ব্যক্তিকে ওয়াসীলাহ্ করা ছাড়াই দু'আ করেছেন। -সূরাহ্ ইউসুফ (১২), ৩৩; সূরাহ্ আ'রফ (৭), ১৪৩; সূরাহ্ আম্বিয়া (২১), ৮৭ ও ৮৮; সূরাহ্ আম্বিয়া (২১), ৮৯

অতএব, নাবী-রসূলগণ সরাসরি আল্লাহ্'র কাছে কোনো ব্যক্তিকে ওয়াসীলাহ্ করা ছাড়া দু'আ করেছিলেন। তাই আমরাও নাবী ও রসূলদের মত কোনো ব্যক্তিকে ওয়াসীলাহ্ করা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্'র কাছে দু'আ করবো। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৩৫) ঃ "ওমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا اقْتَرَفَ اٰدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِ مُحَمَّد لَمَا غَفَرْتَ لِيْ, فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا اٰدَمُ, وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ, فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلٰى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ, فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ, إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ, وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ, وَلَوْلَا مُحَمَّدٍ مَا خَلَقْتُكَ"

রসূলুল্লহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যখন আদাম عليه السلام এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের বিষয়টি ধরা পড়ল, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমি মুহাম্মাদের ওয়াসীলাহ্ নিয়ে তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি, আমাকে মাফ করে দাও। অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে আদম, তাঁকে (মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم) কিভাবে চিনলে, যাকে সৃষ্টি করি নাই? তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তুমি যখন আমাকে সৃষ্টি করেছিলে, আমি তখন আমার মাথা উঠিয়েছিলাম। তখন দেখতে পেয়েছিলাম, আরশের খুটিগুলোর উপর লেখা, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্"। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় না হলে তুমি

তাঁর নাম তোমার নামের সাথে মিলাতে না। অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে আদাম তুমি ঠিকই বলেছ। নিশ্চয়ই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সে আমার সবচেয়ে প্রিয় আর যেহেতু তুমি তাঁর ওয়াসীলাহ্ নিয়ে আমার নিকট দু'আ করেছ, তাই তোমাকে মাফ করে দিলাম। আর (জেনে রাখ) তাঁকে (মুহাম্মাদ ﷺ) সৃষ্টি না করলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।" **-দালাইলুন নাবুওয়াহ্** (ইমাম বায়হাক্বী), হাদিস # ২২৩০, **মুস্তাদরাক আল হাকিম,** হাদিস # ৪১৫৯, **আল মু'জামুল আওসাত্ব,** হাদিস # ৬৫০২।

উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, মুহাম্মাদ ﷺ জীবিত না থাকা অবস্থায়ই আদাম عليه السلام মুহাম্মাদ ﷺ এঁর ওয়াসিলাহ্ দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। তাই আমরাও মৃত পীর, ওয়ালী ও বুজুর্গদের ওয়াসিলাহ্ দিয়ে আল্লাহ্'র নিকট দু'আ করতে পারব।

উত্তর ঃ এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলামা রয়েছে। আর অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলামা যঈফ (দুর্বল) বর্ণনাকারী **(তাহযিবুল কামাল,** রাবী # ৩৮২০)। ইমাম আবু নুয়াইম ও ইমাম হাকিম বলেন, আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলামা তার পিতা থেকে জাল হাদিস বর্ণনা করত **(তাহযিবুত্-তাহযিব,** রাবী # ৪৪৪৮)। উপরোক্ত হাদিসটিও সে তার পিতা থেকেই বর্ণনা করেছে। তাই হাদিসটি জাল।

এই হাদিসটি মুস্তাদরাক আল হাকিমেও বর্ণিত হয়েছে। আর সেখানেও যঈফ রাবী আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলামা রয়েছে। এই হাদিসের অন্য আরেক রাবী আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ফিহরিও যঈফ। তার বর্ণনাও বাতিল **(মিযানুল ই'তিদাল,** রাবী # ৪৬১৩)।

হাদিসটি ইমাম ত্বারানির আল মু'জামুস-স্বগীর ও আল মু'জামুল আওসাত্ব কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটিতে মুহাম্মাদ বিন দাউদ বিন আসলামা এবং আবদুল্লাহ্ বিন ইসমাঈল মাদানী নামক দুজন মাজহুল (অজ্ঞাত) রাবী রয়েছে। পাশাপাশি যঈফ রাবী আবদুর রহমান বিন যাইদ বিন আসলামাও রয়েছে। তাই হাদিসটি দালিল হিসেবে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর **যঈফ হওয়ার উপযুক্ত কারণ থাকার পরও কোনো আলিম যদি হাদিসটিকে স্বহিহ্ বলে মন্তব্য করে তবে তিনি ভুল করেছেন। আর ভুলকে ভুল বলাই উচিত।**

প্রশ্ন (৩৬) ঃ আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

اَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَ قحطُوْا اسْتَسْقى بِالْعَبَّاسِ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيكَ بِنَبِيِّنَا فتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتوَسَّل اِلَيكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

"ওমার ইবনু খত্ত্বাব رضي الله عنه অনাবৃষ্টির সময় 'আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব رضي الله عنه এর ওয়াসীলাহ্ দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! (আগে) আমরা আমাদের নাবী ﷺ এর ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নাবী ﷺ এর চাচার ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হত।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ১৫, পানি প্রার্থনা, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, অনাবৃষ্টির সময় ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য লোকদের দু'আর আবেদন, হাদিস # ১০১০

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, দ্বীনদার ব্যক্তি স্বত্ত্বার ওয়াসিলাহ্ করে দু'আ করা বৈধ।

উত্তর ঃ এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। হাদিসে উল্লেখ আছে "হে আল্লাহ্! (আগে) আমরা আমাদের নাবী ﷺ এর ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন।" হাদিসের এই অংশটুকু থেকে এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে, স্বহাবিগণ নাবী ﷺ এর জীবদ্দশায় নাবী ﷺ কে ওয়াসিলাহ্ করে কিভাবে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন ? এ সংক্রান্ত বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন,

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

...بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَا قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَسْقِيْنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا.

"এক জুমু'আহ্‌র দিনে নাবী ﷺ খুৎবাহ্ দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌'র রসূল ﷺ ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল-বকরীও মরে যাচ্ছে। কাজেই আপনি দু'আ করুন, যেনো আল্লাহ্ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন তিনি ﷺ দু'হাত প্রসারিত করলেন এবং দু'আ করলেন।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ১১, জুমু'আহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪, খুৎবাহ্'য় দু'হাত উত্তোলন করা, হাদিস # ৯৩২।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায় রসূলুল্লহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায় স্বহাবিগণ মূলতঃ নাবী ﷺ এর দু'আর ওয়াসিলাহ্'য় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তাই বুঝতে হবে যে, ওমার ﷺ যে বলেছেন, "নাবী ﷺ কে ওয়াসিলাহ্ করে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন" তা মূলতঃ রসূলুল্লহ্ ﷺ এর দু'আর ওয়াসিলাহ্'কে বুঝিয়েছেন। কারণ এমন কোনো গ্রহণযোগ্য হাদিস পাওয়া যায় না যে, স্বহাবিগণ রসূলুল্লহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর স্বত্ত্বাকে ওয়াসিলাহ্ করে দু'আ করেছেন। যেহেতু নাবী ﷺ এর ওয়াসিলাহ্ বলতে তাঁর দু'আকে বুঝিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে আব্বাস ﷺ এর ওয়াসিলাহ্ বলতে তাঁর দু'আকে বোঝানো হয়েছে।

অতএব, আপনার উল্লিখিত হাদিসটি দ্বারা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, দ্বীনদার ব্যক্তি স্বত্ত্বার ওয়াসিলাহ্ দিয়ে দু'আ করা যায়।

প্রশ্ন (৩৭) ঃ

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ أَلَى عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ فِيْ حَاجَتِهِ، وَكَانَ عَثْمَانُ لَايَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَايَنْظُرُ فِيْ حَاجِتِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانُ بِنُ حُنَيْف فَشَكَى إِلَيْهِ ذَالِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانَ بِنُ حُنَيْفٍ أئتِ المِيْضَأَةَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ ائتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّد نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ...

এক ব্যক্তি উসমান বিন আফফান ﷺ এর কাছে একটি জরুরী কাজে আসা যাওয়া করত। উসমান ﷺ [ব্যস্ততার কারণে] না তার দিকে তাকাতেন, না তার প্রয়োজন পূর্ণ করতেন। সে লোক উসমান বিন হানীফ ﷺ এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেনঃ তুমি ওজু করার স্থানে গিয়ে ওজু কর। তারপর মসজিদে গিয়ে দুই রক'আত স্বলাত আদায় করো। তারপর বল, হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, রহমাতের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ওসীলাহ্'য় তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি। **-আল মু'জামে সগীর** (ইমাম ত্বারানী), হাদিস # ৫০৮, **আল মু'জামুল কাবীর** (ইমাম ত্বারানী), হাদিস # ৮৩১১, **দালাইলুন নাবুওয়াহ্** (ইমাম বায়হাক্বী), হাদিস # ২৪২৩।

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ হাদিসটি আবদুল্লহ ইবনে ওয়াহহাব শাবীব বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে আদী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব শাবীব বিন সাঈদ থেকে মুনকার বর্ণনা করতেন **(তাহযিবুল কামাল,** রাবী #

২৬৯০, মীযানুল ঈতিদ্বল, রাবী # ৩৬৫৮)।

ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন, শাবীব বিন সাঈদ থেকে ইবনে ওয়াহহাব এর বর্ণিত হাদিসগুলো সমস্যাযুক্ত (তাকরিবুত তাকরীব, রাবী # ২৭৩৯)।

এই হাদিসের ভিন্ন একটি সানাদ রয়েছে দালাইলুন নাবুওয়াহ্‌তে। আর সেখানে ইসমাইল বিন শাবীব কে তা জানা যায় না। ইনি যদি ইসমাইল বিন শাবীব ত্বঈফী হন, তবে তিনি মুনকারুল হাদিস। তাই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৩৮) ঃ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

كَانَتْ يَهُوْد خيبر تقاتل غطفانَ. فَكُلَّمَا التَّقَوا هُزِمَت يَهُوْدِ خَيْبَر، فعَاذت اليهُوْد بهذا الدعَاء. فَقَالَتْ: اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك بحق محمد النبي الأمي الذى وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمَان. ألا نصرتنا عليهم...

"খায়বার গোত্রের ইয়াহুদীরা গাতফান গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। যখন তারা মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখন ইয়াহুদীরা পরাজিত হত। তারা পুনরায় এই দুআ পড়ে আক্রমণ করত যে, "হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য কামনা করছি আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐ সত্য নবীর ওসীলায় শেষ জামানায় যার আগমনের ওয়াদা আপনি করেছেন। আপনি আমাদের তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন " -দালাইলুন নাবুওয়াহ্ (ইমাম বায়হাক্বী), হাদিস # ৪২০, মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন (ইমাম হাকিম), তাফসীর অধ্যায়, সূরা বাকারাহর ৮৯ নং আয়াতের তাফসির, হাদিস # ২৯৬৮ (তাফসীরে কুরতুবী, সূরা বাকরহ'র ৮৯নং আয়াতের তাফসীর)।

রসূলুল্লহ ﷺ না থাকা অবস্থায় ওয়াসিলাহ্ দিয়ে দু'আ করা যদি জায়েজ হয়, তবে এখনো রসূলুল্লহ ﷺ নেই। এখনও রসূলুল্লহ ﷺ এর ওয়াসিলাহ্ দিয়ে দু'আ করা জায়েজ।

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়-

১. ইয়াহুদিদের আ'মাল আমাদের জন্য দালিল নয়। কারণ, ইয়াহুদিরা শারী'আহ্'র নামে অনেক হারাম কাজ করতো। যেমন- ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা, ব্যাভিচারীর শাস্তি রজম বাদ দিয়ে চুনকালি মাখানো ইত্যাদি।

২. এই হাদিসটি খুবই দুর্বল। হাদিসটির সানাদে রয়েছেন আবদুল মালিক বিন

হারুন বিন ঈনতারাহ। সে হাদিস বর্ণনায় মাতরুক (পরিত্যাজ্য)। অনেকেই তাকে মিথ্যুক, দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন (মিযানুল ই'তিদাল, রাবী # ৫২৬৯)।

প্রশ্ন (৩৯) ঃ আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اللّٰهُ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ، اغفِرْ لِأُمِّىْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِىْ...

"..রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন (ও আল্লাহ্) আমার মা (ফাতিমাহ বিনতে আসাদ, মূলত আলী ﷺ এর মাকে রসূলুল্লহ্ ﷺ নিজের মা বলে সম্বোধন করেছেন) কে ক্ষমা কর এবং তাকে প্রশ্ন-উত্তরের সময় ঠিকঠাকভাবে উত্তর দিতে সাহায্য কর এবং তোমার এই নবী (মুহাম্মাদ ﷺ) ও পূর্বের নবীদের ওয়াসিলাহ্'য় তার প্রবেশ পথকে (কবরকে) শক্তিশালী কর....।" **-আল মু'জামুল আওসাত্ব,** (ইমাম তাবারনী), হাদিস # ১৯৬, **আল মু'জামুল কাবীর** (ইমাম তাবারনী), হাদিস # ২০৩৬২, **আল ইলাল** (ইবনু যাওজী), হাদিস # ৩৫৮৪।

উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে স্বয়ং রসূলুল্লহ ﷺ নিজেই মৃত নবীদের ওয়াসিলাহ দিয়ে দুআ করছেন। তবে আমরা কেন করতে পারব না?

উত্তর ঃ হাদিসটি যঈফ। কারণ সানাদে রয়েছে রওহ্ ইবনু স্বলিহ্ যিনি অধিকাংশ মুহাদ্দিস এর নিকট যঈফ (দুর্বল) (লিসানুল মিযান, রাবী # ৩১৬৫)।

প্রশ্ন (৪০) ঃ আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতের উদ্দেশ্যে তার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ...

''হে আল্লাহ্, তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের যে অধিকার আছে তার ওয়াসিলাহ্য় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, এই পদব্রজের অধিকারের ওয়াসিলাহ্য় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি...।" **-সুনানু ইবনু মাজাহ্,** অধ্যায় ঃ ৪, মাস্জিদ ওয়াল জমা'আত, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪, পায়ে হেটে স্বলাতে যাওয়া, হাদিস # ৭৭৮, **মুসনাদ আহমাদ,** হাদিস # ১০৭৭১ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

উপরোক্ত হাদিসটিতে প্রার্থনাকারীদের অর্থাৎ মুসলিমদের অধিকারের ওয়াসীলাহ

ধরা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর নিকট যেকোন অধিকারের ওয়াসিলাহ্ দিয়ে দুআ করা বৈধ।

উত্তর ঃ হাদিসটি দু'টি কারণে যঈফ এবং গ্রহণের অযোগ্য।

১. সানাদে ফযল বিন মুওয়াফফাক জমহুর মুহাদ্দিসের নিকট যঈফ (তাহযিবুল কামাল, রাবী # ৪৭৫১, তাক্বরিবুত তাকরিব, রাবী # ৫৪৫৫)।

২. সানাদের আরেক রাবী (বর্ণনাকারী) আতিয়াহ বিন সা'দ আল আওফী জমহুর (অধিকাংশ) মুহাদ্দিসের নিকট যঈফ (তাহযিবুল কামাল, রাবী # ৩৯৫৬)।

সানাদের আরো একজন রাবী ফুযায়েল বিন মারযুক। ইনি বিতর্কিত, তবে রাবী হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এই হাদিসের আরো একটি সানাদ আছে ইবনুস সুন্নী রহ. এর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ কিতাবে। সেখানেও এই দুজন যঈফ রাবী আছে। এছাড়া এই সানাদে মুহাম্মদ বিন আলী ক্বতবী নামক মাজহুল রাবী রয়েছেন। সুতরাং হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

মাযার ও পীরদের বিষয়ে ক্ষমতাবান মুসলিমদের করণীয়

সর্বোত্তম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ...

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ। মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল..." -সূরাহ্ আলি ইমরান (৩), ১১০

তাই আল্লাহর যাদের ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদের উচিত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মাযার ও পীরদের সাথে জড়িত যাবতীয় কুফরী ও শিরককে সমূলে উচ্ছেদ করা।

ক্ষমতা থাকলে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা মু'মিনের দায়িত্ব ঃ

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

... مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে তা যেন হাত দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করে আর যদি সেই সামর্থ না থাকে তাহলে সে যেন মুখের দ্বারা পরিবর্তনের চেষ্টা করে আর যদি এই সাধ্যও না থাকে তবে সে যেন মনে-মনে তা পরিবর্তনের উপায় খোঁজ করে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতার পরিচয়।" -মুসলিম, অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ। ঈমান হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। ভাল কাজের আদেশ করা আর মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব, হাদিস # ৭৮/৪৯।

মুসলিমদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি যেমন হওয়া উচিৎ

লক্ষ্য

আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন[১] ও তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা[২] এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া।[৩]

১। আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন ঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"যা দ্বারা (কুরআন দ্বারা) আল্লাহ্ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন যে তাঁর (আল্লাহ্'র) সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। আর তাঁর (আল্লাহ্'র) ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ১৬

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাঁকে আল্লাহ্ শান্তির ও আলোর পথে পরিচালিত করেন। তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২। তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা ঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

سَبِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ...

"তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে যার প্রশস্থতা আকাশ ও পৃথিবীর মত..." -সূরাহ্ হাদীদ (৫৭), ২১

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্'র ক্ষমা পাওয়া এবং জান্নাত অর্জন করাকে আমাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৩। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও..." -সূরাহ্ তাহরীম (৬৬), ৬

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আমাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

কর্মসূচি

ক. শিরক্[১], কুফর[২] ও বিদ'আহ্[৩] থেকে নিজেরা বেঁচে থাকা এবং অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা[৪]

১। শিরক ঃ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক্ করাকে ক্ষমা করেন না। এটা ছাড়া তার (শিরক্) নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ৪৮ ও ১১৬

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র শাস্তি থেকে ক্ষমা পাওয়া, তাই এই ক্ষমা পেতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে

আল্লাহ্'র কাছে আমরা ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

...اِنَّهٗ مَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِ الۡجَنَّةَ وَمَاۡوٰٮهُ النَّارُ...

"...নিশ্চয়ই যে কেহ আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান জাহান্নাম..." -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৭২

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জান্নাত হাসিল করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা আল্লাহ্'র ক্ষমা এবং জান্নাত পাব না। বরং আমাদের জাহান্নামে যেতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ শিরক্ করা থেকে বিরত থাকা।

২। কুফর ঃ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوۡا وَهُمۡ كُفَّارٌ فَلَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَهُمۡ.

"নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ্ সাথে) কুফুরি করে এবং আল্লাহ্'র পথে চলতে বাঁধা দেয় আর এভাবেই কাফির অবস্থায় মারা যায় তাদেরকে আল্লাহ্ কক্ষনো ক্ষমা করবেন না।" -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ৩৪

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া তাই এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা কক্ষনো আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوۡا...

"এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম কারণ তারা কুফুরী করেছে..." -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ১০৬

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া, তাই আমাদের এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফ্রি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, কুফ্রি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৩। বিদ'আহ ঃ এ সম্পর্কে জাবির ইবনু আব্দুল্লহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবাহ্'য় বলতেন,

...كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ...

"...সকল (দ্বীনের নামে) বিদ'আহ্-ই গুমরাহী এবং সকল গুমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম..." -নাসাঈ, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৯, উভয় ঈদের স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, খুৎবাহ্ কেমন হবে, হাদিস # ১৫৭৮।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আমাদের দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৪। অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ঃ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও..." -সূরাহ্ তাহ্রীম (৬৬), ৬

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো তাই এই আয়াত অনুযায়ী নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে অন্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ অন্যদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। অর্থাৎ অন্যদেরকেও শিরক্, কুফর ও বিদ'আহ্ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

খ. কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা

এ সম্পর্কে আব্দুল্লহ্ ইবনু আমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

"আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই (৭২

দল) জাহান্নামে যাবে। তাঁরা (স্বহাবীগণ) বললেন হে আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ সে দলটি কোনটি ? তিনি ﷺ বললেন আমি ও আমার স্বহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (সে দলটি জান্নাতে যাবে)।" -তিরমিযী, হাসান, অধ্যায় ঃ ৩৮, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, এই উম্মাতের অনৈক্য, হাদিস # ২৬৪১।

এ হাদিসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁর উম্মাহ্ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাঁদের একটি দল ছাড়া ৭২ দলই জাহান্নামে যাবে। সে একটি দলের পরিচয় রসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন, যে দলটি আমার (অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস) এবং আমার স্বহাবীদের পথে রয়েছে অর্থাৎ কুরআন-হাদিস এবং তাঁর স্বহাবীদের পথে থাকলেই জান্নাত নিশ্চিত।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য, জান্নাত পাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই কুরআন, হাদিস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে চলতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

গ. কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا...

"তোমরা আল্লাহ'র হাবলকে (কুরআন ও হাদিসকে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর..." -সূরাহ্ আলি-ইমরান (৩), ১০৩

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা তাই আল্লাহ্'র কথাকে মেনে আমাদেরকে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ জন্য আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা।

অতএব, আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনায় এই লক্ষ্য ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করতে সকল মুসলিমকে এগিয়ে আসা উচিৎ। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন, আমীন।

সত্য অস্বীকারকারীদের ভয়াবহ পরিণতি

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَاءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ج إِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ
قُهَا ط وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ط
وَسَائَتْ مُرْتَفَقًا.

“বল; সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে এসেছে অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করুক। আর আমি (সত্য অস্বীকারকারী) জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি। যার লেলিহান শিখা তাদের ঘিরে রেখেছে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত শিশার ন্যায় পানি দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল জালিয়ে দিবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট পানি, আর কতই না নিকষ্ট বাসস্থান।” -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ২৯

গবেষকের প্রকাশিত বইসমূহ

- শারী'আহ্ বুঝার মূলনীতি
- আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?
- হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...
- সংশয়কারীদের সংশয় নিরসন, আল্লাহ্'র অবস্থান কোথায়?
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান
- বিভ্রান্তি নিরসনে ওয়াহীর আলোকে দাজ্জাল
- একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে
- স্বলাত পরিত্যাগকারী কি মুসলিম?
- কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম
- লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ বুঝে বলেছেন তো?

বইটি সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন

(বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুন না কেনো)

০১৬৮১-৫৭৯৮৯৮ (আরিফ)

০১৭৪০-৬৪৬৬৭৫ (রিপন)

বইটি সংগ্রহের নিয়ম

১. কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে (পেমেন্ট বিকাশ অথবা ব্যাংক এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে) ।

২. সরাসরি বা হাতে-হাতে (ঢাকার মধ্যে হলে)

৩. লাইব্রেরী হতে (ইলমুল ওয়াহী পাবলিকেশন্স এন্ড মাল্টিমিডিয়া, মগারদিয়া এ.বি মার্কেট, সাঁতারকুল, বাড্ডা, ঢাকা ।) ।